পাপের বিরুদ্ধে লড়াই

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)

ব্যাখ্যাকার: শাইখ আব্দুর রাজ্জাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল-বদর

সম্পাদনা: খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কাদ্দারী

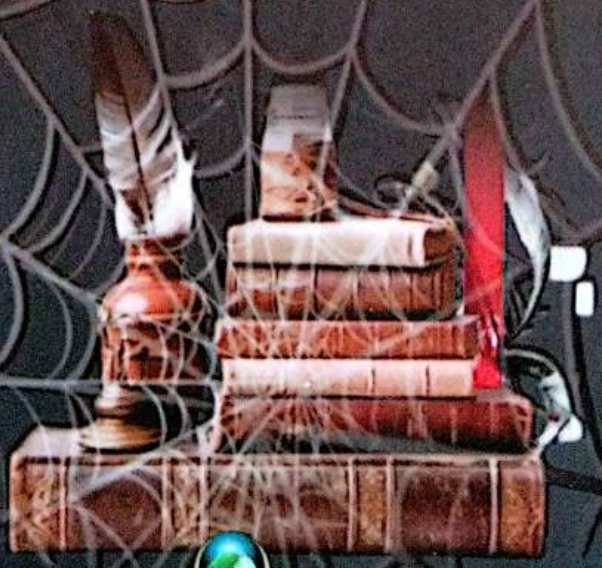

অনুবাদ: শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী

পাপের বিরুদ্ধে লড়াই

মূল:
ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)

ব্যাখাকার:
শাইখ আব্দুর রাজ্জাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল-বদর

সম্পাদনা:
খালিদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-কান্দারী

অনুবাদ:
শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
(নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট)

পাপের

বিরুদ্ধে লড়াই

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী মাদানী

প্রকাশক : ড. যায়নুল আবেদীন বিন নুমান মাদানী

প্রকাশনায় : **ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী**
(নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট)

প্রধান শাখা : রাণীবাজার (মাদরাসা মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে), রাজশাহী।
০১৭০৮-৫২৪ ৫২৫, ০১৯৭৮ ৮৪১ ৮৪০

ঢাকা শাখা : ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, ৩য় তলা।
০১৯২২ ৫৮৯ ৬৪৫

ফেসবুক : http://fb.com/wahidiyaislamialibrary
ওয়েব : www.wahidiya.com
ইমেইল : wahidiyalibrary@gmail.com
অভিযোগ-পরামর্শ : ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫ (আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস)

অনলাইন শপ : wahididiya.com, rokomari.com, heedaayah.com
ikhlasstore.com, wafilife.com, sunnahbookshop.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ঈসায়ী।
নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা। ২০% ক্রেতার জন্য নির্ধারিত।

সূচীপত্র

গোড়ার কথা		৫
ভূমিকা		৭
পাপ থেকে বাঁচার উপায়সমূহ		
১ম উপায়	মহান আল্লাহর সম্মান ও তা'যীম	৯
২য় উপায়	আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।	১২
৩য় উপায়	আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করা	১৪
৪র্থ উপায়	মহান আল্লাহর গযব (ক্রোধ) ও প্রতিশোধ গ্রহণকে (স্মরণে রাখা)।	১৭
৫ম উপায়	কল্যাণ ও মাহাত্ম্য হারিয়ে যাওয়ার কথা (স্মরণে রাখা)।	১৯
৬ষ্ঠ উপায়	মনকে দমন করা ও শয়তানকে পরাভূত করার মিষ্টি স্বাদ (স্মরণে রাখা)।	২৩
৭ম উপায়	মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের কথা (স্মরণে রাখা)।	২৬
৮ম উপায়	মহান আল্লাহর খাস সঙ্গ পাওয়ার কথা (স্মরণে রাখা)।	২৯
৯ম উপায়	আকস্মিক মৃত্যুকে ভয় করা।	৩৩
১০ম উপায়	অসুস্থতা ও সুস্থতাকে মনে উপস্থিত রাখা।	৩৫

১১তম উপায়	মন্দের হেতুসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করা।	৩৭
১২তম উপায়	মনের বাতিল চিন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।	৩৯
১৩তম উপায়	প্রবৃত্তিকে মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে ফিরিয়ে দেওয়া।	৪১
১৪তম উপায়	মহান আল্লাহর আয়াত (নিদর্শনাবলী) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।	৪৪
১৫তম উপায়	সত্বর দুনিয়ার ধ্বংস ও বিনাশ হওয়ার কথা স্মরণ করা।	৪৬
১৬তম উপায়	তাঁর কাছে আশ্রয় নেওয়া, যাঁর হাতে সব কিছু আছে।	৪৮
১৭তম উপায়	ভালো ও মন্দের আকর্ষণীর প্রতি সজাগ থাকা।	৫১
১৮তম উপায়	'আগে পরিষ্কার করো, তারপর সজ্জিত করো'---এই নীতি মানা।	৫৩
১৯তম উপায়	প্রকৃত সম্পদ ও সম্মান হলো চিরস্থায়ী জীবনের---এই তত্ত্ব জানা।	৫৬
২০তম উপায়	মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং অভ্যাসের মন্দ থেকে মুক্ত হওয়া।	৬০
পরিশিষ্ট		৬৩

গোড়ার কথা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

পাঠকের হাতে বক্ষমাণ পুস্তিকাটি মূল আরবী ভাষায় রচিত, এর বিষয়-বস্তু সম্পর্কে লেখক নিজেই লিখেছেন এবং তার গুরুত্বও স্পষ্ট করেছেন, রাজশাহীর ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরীর দায়িত্বশীল ভাই ড. যায়নুল আবেদীন মাদানী সাহেব সেই গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাকে বাংলাতে অনুবাদ করতে বলেন, আমি দ্বিধা না করেই অনুবাদ করার কাজ শেষ করি। পাপ বিষয়ে আমার স্বলিখিত বই আছে, 'পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়', তবুও প্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য আরবী গ্রন্থকারদের গ্রন্থরাজিতে বেশি উপকার হয় ভেবেই অনুবাদের এই প্রয়াস। পুস্তিকাতে আলোচিত হয়েছে, পাপ যাতে না হয়, তার জন্য করণীয় কী? পাপ থেকে বাঁচতে হলে কী উপায় গ্রহণ করতে হয়? এতে ২০টি উপায় বলা হয়েছে, আমি আমার বইগুলিতে যে সকল উপায়-অসীলা লিখেছি, তাও তাঁদেরই গ্রন্থ মন্থন করে লেখা সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। পাপ কী বা কাকে বলে, তা জানতে হবে।

২। পাপবোধ করার মতো জ্ঞান ও ঈমান থাকতে হবে।

৩। আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমান ও ভয় রাখতে হবে।

৪। যার অবাধ্যাচরণ করছে, সেই আল্লাহর ভয়কে প্রাধান্য দিতে হবে।

৫। আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, এই বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে হবে।

৬। প্রত্যেকের ডান-বাম কাঁধে ফেরেশ্‌তা আছেন এবং একজন পাপ লিপিবদ্ধ করছেন, তা বিশ্বাস করতে হবে।

৭। মরণকে স্মরণ ও ভয় এবং মরণের পর হিসাবকে ভয় করে আমল করতে হবে।

৮। পাপের শাস্তি এবং কবরে, হাশরে, মীযানে পুলসিরাতে ও জাহান্নামকে ভয় করে দুনিয়া করতে হবে।

৯। জান্নাতের লোভ ও আশা রাখতে হবে।

১০। মনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

১১। কাবীরা গোনাহ (মহাপাপ) কে সাগীরা গোনাহ (ছোট পাপ) ধারণা করলে হবে না।

১২। পাপ করে তওবা করে নেব এমন ধোঁকায় থাকলে হবে না, কারণ তার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না, কোন নিশ্চয়তা নেই।

১৩। পাপ করার ইচ্ছা হলে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

১৪। পাপ করলে দুনিয়াতে শাস্তি বা লাঞ্ছনা হতে পারে এবং তা না হলে পরকালে হবে, তা বিশ্বাস রাখতে হবে।

১৫। মনকে কাজ দিতে হবে এবং অবসর, একাকিত্ব ও পাপের পরিবেশ বা জায়গা থেকে নিজেকে সুদূরে রাখতে হবে।

১৬। আর সেই সাথে পাপ যাতে না ঘটে, তার জন্য দুআ করতে হবে মহান আল্লাহর কাছে, পানাহ চাইতে হবে গোনাহ থেকে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ করা থেকে।

যাঁর কোন পাপই ছিল না, তিনিই নামাযে দাঁড়িয়ে দুআ করতেন, 'আল্লাহুম্মা বা-ইদ বাইনী' পড়ে, যার অর্থ হল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখো, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ।' আপনি সঠিক নামাযী হন এবং ঐ দুআ করুন এবং নামাযের শেষাংশেও দুআ করুন, আর তার জন্য ছোট্ট দুআ হলো,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ مِنَ الْمَغْرَمِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল মা'ছামি অমিনাল মাগরাম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী এই দুআ নামাযে (শেষ তাশাহুদে দরূদ পড়ার পর) বলতেন। *(বুখারী ৮৩২, মুসলিম ১৩৫৩, আবূ দাউদ ৮৮০, নাসাঈ ১৩০৯।)* মহান আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দিন, যাতে এই পাপে ভরা ধরাধামে যথাসাধ্য পাপমুক্ত থেকে বিদায় নিয়ে পরকালে পাড়ি দিতে পারি। (আমীন।)

দুআপ্রার্থী-----

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
পিচকুড়ি মাদরাসা
২০/১০/২৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ :

পাপ ও অবাধ্যাচরণ যখন অশুভ পরিণাম ও লাঞ্ছনার উৎসস্থল, তখন কল্যাণকামী প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরি হলো, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার পরে সেই সকল বিষয় ও উপায় সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো, যা তাকে পাপ থেকে বিরত ও দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে। সুতরাং এ হলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যাকে সদা-সর্বদা স্মরণে রাখা মুসলিমের দরকার আর সেটি হলো **'পাপের বিরুদ্ধে লড়াই'** যাতে সে শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকতে পারে এবং বিশাল সওয়াব লাভে সফল হতে পারে। এর ফলেই আমরা প্রাচীন ও নবীন কালে অনেক উলামাগণকে দেখতে পাই, তাঁরা এই উপায়সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন, যা বহু পাপ থেকে মুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করে তাঁদের মধ্যে ইমাম, আল্লামা, মুরুব্বি ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) অন্যতম তিনি তাঁর 'উদ্দাতুস স্বাবিরীন ওয়া যাখিরাতুশ শাকিরীন' নামক গ্রন্থে একটি মূল্যবান অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে দ্বীন ও ঈমানকে সমৃদ্ধ করা এবং পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার ২০টি উপায় উল্লেখ করেছেন, তিনি তাতে ইলমের বড় অংশ একত্রিত করেছেন এবং তা বড় ফলপ্রসূ আকারে বিবৃত করেছেন।

আমি উত্তম মনে করে চাইলাম যে, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় সেগুলিকে উল্লেখ করি এবং তার উপর টীকা সংযুক্ত করি, যাতে সে সবের উদ্দেশ্য

স্পষ্ট হয়ে যায়, মুসলিমদের মাঝে এর উপকারিতা ব্যাপক হয়ে যায় এবং তাদের জন্য তাওবা ও গোনাহসমূহ থেকে বাঁচার দরজা খুলে যায়। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিমকে রহম করেন, জান্নাতে নাঈমে তাঁর মর্যাদা উন্নত করেন এবং আমাদেরকে, তাঁকে ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করেন।[১]

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

লিখেছেন

ড. আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর

---

১. এই পুস্তিকার বক্তব্য মূলত একটি ভাষণ ছিল, যা আমি আরব ইমারাতে ৩০/১০/১৪৩৪ হি. শনিবার প্রদান করি। কিছু দ্বীনী ভাই এটিকে রেকর্ড থেকে শুনে ও লিখে ছাপার জন্য প্রস্তুত করেন এবং আমার কাছে পেশ করেন। সুতরাং আমি তা সম্পাদনা করি, ভুল সংশোধন করি এবং বহু উপকারী বিষয় সংযোগ করি। আল্লাহ তাঁদের প্রত্যেককে নেক বদলা দিন, যাঁরা এটিকে রেকর্ড থেকে লেখা, ছাপা ও মুসলিমদের মাঝে প্রচার করার কাজে শরীক হয়েছেন। আর তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে আমার ভাই খালেদ আল-কান্দারীকে, যিনি এই পুস্তিকার প্রকাশনার পিছনে বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

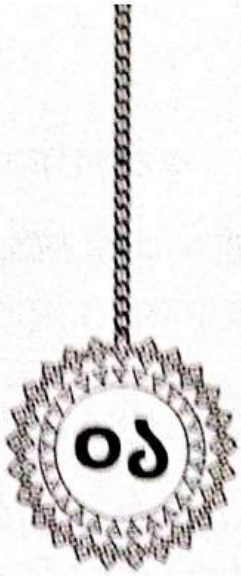

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'পরিচ্ছেদঃ দ্বীনী উপায়কে শক্তিশালী করা আর তা হবে কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে।

প্রথম হলোঃ আল্লাহকে সম্মান করা, এইভাবে যে, তিনি দেখছেন ও শুনছেন---এ কথা জেনে তাঁর অবাধ্যাচরণ না করা। আর যে ব্যক্তির হৃদয়ে তাঁর সম্মান উপস্থিত থাকবে, তার হৃদয় এ (পাপাচরণে)র জন্য কোন ক্রমেই সম্মত হতে পারে না।'

টীকা

اَلبَاعِثُ الْأَوَّلُ لِلْخَلَاصِ مِنَ الذُّنُوبِ

পাপ থেকে বাঁচার প্রথম উপায়

(إِجْلَالُ اللهِ لَهُ وَإِعْظَامُهُ)

মহান আল্লাহর সম্মান ও তা'যীম

এটা এইভাবে যে, মানুষ তার হৃদয়ে মহান আল্লাহর সম্মান ও তা'যীমকে উপস্থিত রাখবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

'ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি কিয়ামতের দিন সমপৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটানো,

পবিত্র ও মহান তিনি ওরা যাকে অংশী করে, তিনি তার উর্ধ্বে।'[২]

তিনি আরো বলেছেন,

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾

তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভয় করো না? অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।"[৩]

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর তাফসীরে বলেছেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ تَفْسِيْرِهَا :مَا لَكُمْ لَا تُعَظِّمُوْنَ اللهَ حَقَّ عَظَمَتِهِ

'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর যথার্থ তা'যীম করো না?'[৪]
ইমাম কুরতুবী (رحمه الله) 'পর্যায়ক্রমে'র তাফসীরে বলেছেন,

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَطْوَارًا﴾: أَيْ طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ إِلَى تَمَامِ الْخَلْقِ... فَمَنْ فَعَلَ هٰذَا وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظِّمُوْهُ

'সৃষ্টি পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এক পর্যায়ের পর আর এক পর্যায়ে' বলাবাহুল্য যে সত্তা এটা করতে পারেন এবং তা করতে সক্ষম হন, তিনিই এর বেশি উপযুক্ত যে, তোমরা তাঁর তা'যীম করো।'[৫]

মনোমধ্যে এই উপস্থিতির প্রভাব সম্বন্ধে অন্যতম সাক্ষি হলো, সম্মানিত সাহাবী জুবাইর বিন মুত্বইম যখন কিছু আয়াত কর্ণগোচর করলেন, যাতে আল্লাহর তা'যীমের বিবরণ আছে, যখন তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর তা'যীম ও প্রতাপ স্থান লাভ করল, যখন তিনি জানতে পারলেন যে,

---

২. সূরা যুমার ৩৯ : ৬৭।
৩. সূরা নূহ ৭১ : ১৩-১৪।
৪. তাফসীরুত তাবারী, জামেউল বায়ান ২৩/২৯৬।
৫. আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন ১৮/৩০৩।

তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে কর্তৃত্বকারী, তখন তিনি ঈমান আনয়ন ও ইসলামে প্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ হলেন।

তিনি বলেন, 'একদা আমি নবী (ﷺ)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তে শুনলাম, তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন,

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ - أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُوْنَ - أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُوْنَ﴾

"তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না। নাকি তোমার প্রতিপালকের ভান্ডারসমূহ তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রক?"[৬] তখন আমার হৃদয় উড্ডয়ন হওয়ার উপক্রম হলো।'[৭] হাদীসের অন্য শব্দে আছে, 'আর এটা ছিল তখন, যখন আমার অন্তরে ঈমান প্রাথমিকভাবে স্থান লাভ করেছিল।'[৮] সুতরাং বান্দার মনে যখন কোন গোনাহতে লিপ্ত হওয়ার কথা ভাবিত হবে, তখন তার উচিত মহান আল্লাহর প্রতাপ ও তা'যীম (বিশালতা) কে তার হৃদয়ে উপস্থিত করা, আর এই অনুভব করা যে, তিনি তার সকল কর্ম ও কথা সম্বন্ধে অবহিত, অতএব যখনই বান্দা তার মনের মধ্যে এই কথাকে অনুভব করবে, তখনই সে নিশ্চিতরূপে পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

বিশ্‌র বিন হারেস আল-হাফী বলেছেন,

قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَافِي رَحِمَهُ اللهُ: لَوْ تَفَكَّرَ النَّاسُ فِي عَظَمَةِ اللهِ تَعَالَى لَمَا عَصَوْهُ.

'লোকেরা যদি মহান আল্লাহর বিশালতার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করে, তাহলে তারা পাপ করতে পারে না।'[৯]

---

৬. সূরা তুর ৫২ : ৩৫-৩৭।
৭. সহীহ বুখারী ৪৮৫৪।
৮. ঐ ৪০২৩।
৯. তাফসীর ইবনে কাসীর ২/১৮৪।

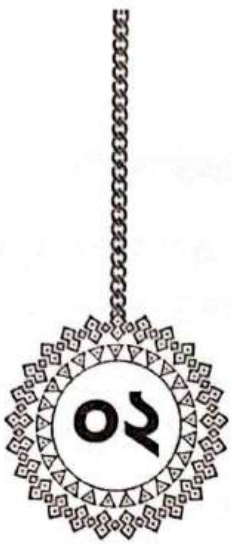

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'দ্বিতীয় হলো: মহান আল্লাহর মহব্বত (ভালোবাসাকে) উপস্থিত রাখা, তাহলে বান্দা তাঁকে ভালোবেসে তাঁর অবাধ্যাচরণ তথা পাপ থেকে বিরত হবে। যেহেতু 'ভালোবাসার মানুষ যাকে ভালোবাসে, তার অনুগত হয়' আর সর্বশ্রেষ্ঠ বর্জন হলো ভালোবাসার জিনিসকে বর্জন করা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আনুগত্য হলো, যাদেরকে ভালোবাসা হয়, তাদের আনুগত্য করা, আর সর্বশ্রেষ্ঠ বর্জন হলো, যাদেরকে ভালোবাসা হয়, তাদেরকে বর্জন করা পরন্তু যাকে ভালোবাসা হয়, তাকে ও তার আনুগত্যকে বর্জন করা এবং যে শাস্তিকে ভয় করে, তাকে ও তার আনুগত্যকে বর্জন করার মাঝে দূরবর্তী পার্থক্য আছে।'

টীকা

اَلثَّانِي مِنْ هٰذِهِ الْبَوَاعِثِ : مَحَبَّةُ اللهِ

পাপ থেকে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ﴾

'যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।'[১০] সুতরাং বান্দা যখন নিজ হৃদয়কে মহান আল্লাহর ভালোবাসায় ব্যস্ত রাখবে,

১০. সূরা বাক্বারাহ ০২ : ১৬৫।

তখন সেই ব্যস্ততা এমন কাজে লিপ্ত হতে ফিরিয়ে নেবে, যে কাজ মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে যেহেতু অবাধ্যাচরণ ও পাপ বান্দাকে মহান আল্লাহর ভালোবাসার অংশ থেকে সেই পরিমাণ বঞ্চিত করবে, যে পরিমাণ সে পাপ ও পঙ্কিলতায় পতিত হবে।

আর যেহেতু মহান আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এ কথাকে জরুরি করে যে, তাঁর আদেশ পালন করতে হবে এবং যা তাঁকে ক্রোধান্বিত করে, তা থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।'[১১]

আর এ জন্যই বলা হয়েছে,

تَعْصِي الإِلٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ ... هٰذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيْعٌ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ ...إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعٌ

অর্থাৎ, তুমি রাসূলের নাফরমানি করে তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করো, এটা তো অসম্ভব, অনুমানে এক অদ্ভুত ব্যাপার! তোমার ভালোবাসা যদি সত্য হতো, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে, কারণ যে যাকে ভালবাসে, সে তার অনুগত হয়।[১২]

---

১১. সূরা আলে ইমরান ০৩ : ৩১।

১২. এই পংক্তিগুলো একাধিক আলেমের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ ও ইবনুল মুবারক প্রমুখ রয়েছেন। দেখুন: *দিওয়ানুশ্ শাফি'ঈ* (পৃষ্ঠা ৬৭) এবং *দিওয়ানু ইবনিল মুবারক* (পৃষ্ঠা ১৫)।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'তৃতীয় হলো: (হৃদয়ে আল্লাহর) নিয়ামত ও অনুগ্রহের উপস্থিতি, যেহেতু ভদ্র ব্যক্তি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে না, যে তার প্রতি ইহসানী বা অনুগ্রহ করেছে এটা কেবল ইতর লোকেরাই করে। বলা বাহুল্য, ভালো লোককে আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের উপস্থিতি পাপকাজে বাধা দেয়, সে তাঁকে লজ্জা করে তাঁর অবাধ্যাচরণ করতে পারে না। যেহেতু আল্লাহর কল্যাণ ও অনুগ্রহ তার উপর অবতীর্ণ হয় এবং তার বিরুদ্ধাচরণ, অবাধ্যাচরণ ও নোংরামি তার প্রতিপালকের দিকে উড্ডয়ন হতে থাকে, তখন এক ফেরেশ্‌তা এটা নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং এক ফেরেশ্‌তা ওটা নিয়ে উড্ডয়ন করেন, সুতরাং এ বৈপরীত্য কতই না নিকৃষ্ট।'

টীকা

اَلْأَمْرُ الثَّالِثُ مِنْ هٰذِهِ الْبَوَاعِثِ: نِعَمُ اللهِ وَإِحْسَانُهُ

পাপ থেকে বাঁচার তৃতীয় উপায়: আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করা,

বান্দা মহান আল্লাহর দেওয়া বহু নিয়ামতকে স্মরণে রাখবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا﴾

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।'[১৩]

---

১৩. সূরা ইব্রাহীম ১৪ : ৩৪।

সুতরাং সতর্ক থাকবে, যাতে এই অনুগ্রহের মোকাবেলায় যেন পাপাচরণ না হয়। মহান আল্লাহ তার প্রতি বহু নিয়ামত দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করবেন, আর সে তার মোকাবেলায় পাপাচরণ ও অবাধ্যাচরণ করবে! (এটা তো হতে পারে না।)

ইমাম আব্দুল গনী আল-মাক্বদেসী (রহ.) তাঁর গ্রন্থ 'আত-তাওয়াবীন' এ ইব্রাহীম বিন আদহামের একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আবু ইসহাক! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমার কাছে এমন কিছু পেশ করুন, যা আমার হৃদয়ের জন্য ধমকদানকারী ও উদ্ধারকারী হতে পারে।'

তিনি লোকটিকে বললেন, 'তুমি যদি পাঁচটি আচরণ গ্রহণ করো এবং তা করতে সক্ষম হও, তাহলে তোমাকে কোন পাপাচরণ ক্ষতি করতে পারবে না এবং কোন সুখভোগ তোমাকে ধ্বংসমুখে পতিত করবে না।'

লোকটি বলল, 'হে আবু ইসহাক! সেগুলি কী আপনি বলুন' তিনি বললেন, **'সেগুলির প্রথম হলো,** তুমি যখন মহান আল্লাহ অবাধ্যাচরণ করার ইচ্ছা করবে, তখন তুমি তাঁর রুযী ভক্ষণ করবে না।' লোকটি বলল, 'তাহলে আমি কোথেকে খাবো? পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে, সবই তো তাঁরই রুযী!' তিনি তাকে বললেন, 'আরে ভাই! এটা কি তুমি ভালো মনে করবে, তুমি তাঁর রুযী ভক্ষণ করবে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ করবে?'

লোকটি বলল, 'না, **দ্বিতীয়টি বলুন।**' ইব্রাহীম বললেন, 'তুমি যখন তাঁর অবাধ্যাচরণ করার ইচ্ছা করবে, তখন তাঁর কোন দেশে তুমি বসবাস করবে না।' লোকটি বলল, 'এটা তো আগের তুলনায় বেশি বড়! যখন পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উভয়ের মধ্যবর্তী জায়গা তাঁরই, তাহলে বসবাস করব কোথায়?' ইব্রাহীম বললেন, 'আরো ভাই! তাহলে এটা কি তুমি ভালো মনে করবে, তুমি তাঁর রুযী ভক্ষণ করবে এবং তাঁর দেশে বসবাস করে তাঁরই অবাধ্যাচরণ করবে?'

লোকটি বলল, 'না, **তৃতীয়টি বলুন**।' ইব্রাহীম বললেন, 'তুমি যখন তাঁর অবাধ্যাচরণ করার ইচ্ছা করবে, সে অবস্থায় তো তুমি তাঁর রুযী খেয়ে তাঁর কোন দেশে বসবাস করবে, তাহলে তুমি এমন জায়গা দেখো, যেখানে তিনি তোমাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখতে পাবেন না, সেই জায়গায় তুমি তাঁর অবাধ্যাচরণ করো।'

লোকটি বলল, 'তা কীভাবে সম্ভব, তিনি তো গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও অবহিত?' তিনি বললেন, 'আরে ভাই! তাহলে এটা কি তুমি ভালো মনে করবে, তুমি তাঁর রুযী ভক্ষণ করবে এবং তাঁর দেশে বসবাস করে তাঁরই অবাধ্যাচরণ করবে যে, আর তিনি তোমাকে দেখছেন এবং তুমি যা প্রকাশ্যে তাঁকে প্রদর্শন করছ, তাও দেখছেন?'

লোকটি বলল, 'না, **চতুর্থটি বলুন**।' ইব্রাহীম বললেন, 'যখন মালাকুল মাওত তোমার আত্মা হরণ করতে আসবেন, তখন তাঁকে বলো, আমাকে সে পর্যন্ত সময় দিন, যে পর্যন্ত না আমি বিশুদ্ধ তওবা করে নিই এবং আল্লাহর জন্য নেক আমল করে নিই।'

লোকটি বলল, 'তিনি এটা মানবেন না।' তিনি বললেন, 'আরে ভাই! যদি তুমি তওবা করার উদ্দেশ্যে মৃত্যুকে প্রতিহত না করতে পারো, আর তুমি জানো যে, তা যখন আসবে তখন কোন প্রকার দেরি করা হবে না, তাহলে তুমি মুক্তির আশা কীভাবে রাখতে পারো?'

লোকটি বলল, '**পঞ্চমটি বলুন**।' ইব্রাহীম বললেন, 'কিয়ামতের দিন যখন প্রহরীবর্গ তোমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে আসবেন, তখন তুমি তাঁদের সাথে যেয়ো না।' লোকটি বলল, 'তাঁরা আমাকে ছাড়বেন না এবং আমার আকুতি গ্রহণ করবেন না।' তিনি বললেন, 'তাহলে কীভাবে তুমি পরিত্রাণের আশা করতে পারো?' লোকটি বলল, 'হে ইব্রাহীম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট বলেছেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছি এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।'[১৪]

---

১৪. কিতাবুত তাওয়াবীন ২৮৫পৃ.।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'চতুর্থ হলো: (মহান আল্লাহর) ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণকে (মাথায়) উপস্থিত রাখা যেহেতু বান্দা যখন গোনাহতে অব্যাহত থাকে, তখন মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। আর তিনি যখন ক্রোধান্বিত হন, তখন তাঁর মোকাবেলা কেউ করতে পারে না; এই দুর্বল বান্দা থেকে বড় কিছু হোক না কেন।'

টীকা

الأَمْرُ الرَّابِعُ مِنْ هٰذِهِ الْبَوَاعِثِ : غَضَبُ اللهِ وَانْتِقَامُهُ

পাপ থেকে বাঁচার চতুর্থ উপায় হলো: মহান আল্লাহর গযব (ক্রোধ) ও প্রতিশোধ গ্রহণকে (স্মরণে রাখা)।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি অবাধ্যাচরণ করে, মহান আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত ও ক্রোধান্বিত হন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾

'যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি ওদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম।'[১৫]

---

১৫. সূরা যুখরুফ ৪৩ : ৫৫।

সুতরাং যখনই কারো মনে পাপচিন্তা সৃষ্টি হবে, তখনই তার উচিত, মহান আল্লাহর ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের কথা স্মরণ করা, যাঁর মোকাবেলা কেউ করতে পারে না; এই দুর্বল বান্দা কী করার থাকতে পারে?'

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾

'যার উপরে আমার ক্রোধ পতিত হয়, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়।'[১৬] অতএব বান্দা যেন এমন কাজ করা থেকে সতর্ক থাকে, যা তার উপর আল্লাহর গযব এবং তাঁর ক্রোধকে অনিবার্য করে।

১৬. সূরা ত্বা-হা ২০ : ৮১।

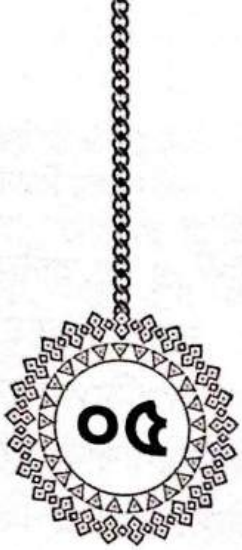

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'পঞ্চম হলো: হারিয়ে যাওয়ার ভয়কে (মনে) উপস্থিত রাখা আর তা হলো পাপের কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাতছাড়া হওয়ার ভয় করা তার ফলে যে নাম সৃষ্টি হবে, যা যুক্তিযুক্ত, শরীয়তসম্মত ও প্রচলিত ব্যবহারে নিন্দনীয়, এ বিষয়ে যথেষ্ট হলো ঈমান হারিয়ে যাওয়া। যার অণু পরিমাণ পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত বস্তু অপেক্ষা বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ তাহলে বান্দা তা কীভাবে এমন প্রবৃত্তির বিনিময়ে বিক্রয় করতে পারে, যার স্বাদ অস্থায়ী থাকে এবং স্থায়ী হয়ে যায় তার দুরবস্থা, প্রবৃত্তি চলে যায়, থেকে যায় দুর্ভাগ্য?

নবী (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

(لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)

"কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না।"[১৭]

কোন কোন সাহাবী বলেছেন, 'তার নিকট থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তা তার মাথার উপরে মেঘের মতো অবস্থান করে অতঃপর সে তওবা করলে তা ফিরে আসে।' কোন কোন তাবেয়ী বলেছেন, 'তার নিকট থেকে ঈমানকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়; যেমন তার দেহ থেকে জামা খুলে নেওয়া হয়, অতঃপর সে তওবা করলে তা ফিরে আসে।'

---

১৭. বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১, আসহাবে সুনান।

এই জন্য সহীহ বুখারী[১৮] এ যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে আছে নবী (স্বপ্নে কবর-জগতে) আগুনের চুল্লিতে ব্যভিচারীদেরকে উলঙ্গ দেখেছিলেন যেহেতু তারা (দুনিয়াতে ব্যভিচারের সময়) ঈমানী পোশাক খুলে উলঙ্গ হয়েছিল এবং যে কুপ্রবৃত্তির চুল্লি তাদের হৃদয়ে ছিল, তা বাহ্যত চুল্লিতে পরিণত হয়েছে এবং জাহান্নামের আগুনে গরম করা হচ্ছে।'

টীকা

الأَمْرُ الْخَامِسُ مِنْ بَوَاعِثِ تَرْكِ الْمَعَاصِي : فَوَاتُ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ

পাপ থেকে বাঁচার পঞ্চম উপায় হলো: কল্যাণ ও মাহাত্ম্য হারিয়ে যাওয়ার কথা (স্মরণে রাখা)।

বলা বাহুল্য, যদি কোন পাপ পথে অগ্রসর ব্যক্তি জানত যে, তার কত কল্যাণ ও মাহাত্ম্য হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাহলে সে তা হতে নিবৃত্ত থাকত, তার মধ্যে একটি হলো, পরিপূর্ণ ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়া। যেমন নবী (ﷺ) বলেছেন,

(لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)

"কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।"[১৯]

উক্ত অবাধ্যাচারী তার ঐ কাবীরা গোনাহ করার কারণে কখনো কখনো সে পরিপূর্ণ ঈমানের (মু'মিন) নাম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, আর তার

---

১৮. সহীহ বুখারী ১৩৮৬।

১৯. বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১, আসহাবে সুনান।

নাম 'ফাসেক মু'মিন' অথবা 'ফাজের মু'মিন' অথবা 'অবাধ্য মু'মিন' হওয়ার যোগ্য হয়ে যায় সেই সাথে সে নিজে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রভূত কল্যাণকে হারিয়ে ফেলে।

অনুরূপ পাপীর কল্যাণ হাতছাড়া হওয়ার অন্যতম হলো, তার বহু নেকী ও নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সাওবান কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا)). قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا

"আমি নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কয়েক দল লোককে চিনি যারা কিয়ামতের দিন তিহামা (মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমপরিমাণ বিশুদ্ধ নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সে সমস্ত নেকীকে উড়ন্ত ধূলিকণাতে পরিণত করে দেবেন।"

সাওবান (رضي الله عنه) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে লোকেরা কেমন হবে তা আমাদের জন্য খুলে বলুন ও তাদের হুলিয়া বর্ণনা করুন, যাতে আমরা আমাদের অজান্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ি।' আল্লাহর রসূল বললেন, "শোন! তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তোমরা যেমন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত কর, তেমনি তারাও করবে কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে, তখনই তা অমান্য ও লংঘন করবে।"[২০]

---

২০. ইবনে মাজাহ ৪২৪৫, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪২৩২, সঃ জামে' ৫০২৭।

ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেছেন,

قَالَ قَتَادَةُ رَحِمَهُ اللهُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَّا يُبْطِلَ عَمَلًا صَالِحًا عَمِلَهُ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْخَيْرَ يَنْسَخُ الشَّرَّ، وَإِنَّ الشَّرَّ يَنْسَخُ الْخَيْرَ.

'তোমাদের মধ্যে যে পারবে, সে যেন স্বকৃত নেক আমলকে বদ আমল করে পন্ড না করে, কারণ নিঃসন্দেহে নেক আমল বদ আমলকে বাতিল করে আর নিঃসন্দেহে বদ আমল নেক আমলকে বাতিল করে।'[২১]

২১. ত্বাবারীর জামেউল বায়ান ২১/২২৬, সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।

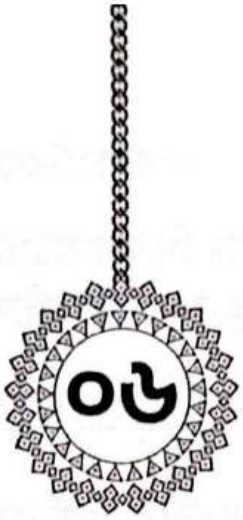

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'ষষ্ঠ হলো: দমন ও জয়লাভ করাকে (মাথায়) উপস্থিত রাখা, যেহেতু কুপ্রবৃত্তিকে দমন করা এবং শয়তানের উপর বিজয় লাভ করার ভিতরে এক প্রকার মিষ্টি স্বাদ, খুশি ও আনন্দ আছে; তার কাছে, যে তা উপভোগ করেছে, সেই মিষ্টি স্বাদ, খুশি ও আনন্দ মনুষ্য শত্রুর উপর জয়লাভ করার চাইতে বেশি বড়, হৃদয়ের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি মিষ্ট, সবচেয়ে বেশি আনন্দের, আর পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে প্রশংসনীয়, এ হলো উপকারী ঔষধ সেবনের পরিণামের মতো, যা দৈহিক অসুস্থতাকে দূর করে দেয় এবং দেহকে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার প্রতি ফিরিয়ে আনে।'

টীকা

الأمر السادس من بواعث ترك الذنوب

পাপ থেকে বাঁচার ষষ্ঠ উপায়

لَذَّةُ قَهْرِ النَّفْسِ وَإِرْغَامِ الشَّيْطَانِ

মনকে দমন করা ও শয়তানকে পরাভূত করার

মিষ্টি স্বাদ (স্মরণে রাখা)।

যেহেতু মন ও শয়তান হলো পাপের উৎস এবং মন্দের ঝরনা, সুতরাং বান্দা যখন পাপ থেকে দূরে থাকে, তখন আসলে সে নিজের মনকে প্রদমিত রাখে, শয়তানকে পরাভূত করে এবং মহান করুণাময়ের

আনুগত্যের মাধ্যমে সম্মানের মিষ্টতা আস্বাদন করে। এ কথার সাক্ষী হলো নবী (ﷺ) থেকে শুদ্ধসূত্রে বর্ণিত হাদীস, যাতে তিনি বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ

"নিশ্চয় মু'মিন তার শয়তানদেরকে কৃশ করে ফেলে, যেমন তোমাদের কেউ সফরে তার (সওয়ারী) উটকে কৃশ করে ফেলে।[২২]

'কৃশ করে ফেলে' মানে শয়তানকে দুর্বল ও পাতলা করে ফেলে; যেমন বহু বোঝা পশুকে দুর্বল করে এবং তার মাংস শুকিয়ে যায়, আর সেটা হয় কুপ্রবৃত্তির সকল কর্ম ত্যাগ করে, আনুগত্যময় কর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে এবং তার শয়তানের আদেশাবলীর বিরোধিতা করে।[২৩]

পক্ষান্তরে মানুষের মন ও শয়তান যে যাবতীয় পাপ ও মন্দের উৎস, তার দলীল হলো, প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় ও বিছানায় যাওয়ার সময় উভয় থেকে নবী (ﷺ)-এর আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ, তিনি আবূ বাক্‌রকে পড়তে বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

'হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও তার শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর আমার নিজের প্রতি কোন পাপ সম্পাদন করা অথবা

---

২২. আহমাদ ৮৯৪০, আবূ য়্যালা, সিঃ সহীহাহ ৩৫৮৬।

২৩. য়ানআনীর আত-তানবীর, শারহুল জামেইস য়াগীর ৩/৫২৭, ইবনুল কাইয়িমের বাদাইউল ফাওয়াইদ ২/৭৯২।

কোন মুসলিমের প্রতি তা টেনে নিয়ে যাওয়া হতে (আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।'

নবী (ﷺ) তাঁকে এই দুআটি সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৪]

ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রঃ) বলেছেন, 'নবী (উক্ত দুআতে) মন্দের দু'টি উৎস উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো: মন ও শয়তান, তিনি তার দুটি উৎস ও শেষ প্রান্তও উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো মন্দ নিজের প্রতি ফিরে আসা অথবা মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ফিরে আসা সুতরাং হাদীসটি মন্দের উৎস ও উৎপত্তিস্থলগুলিকে সবচেয়ে অল্প ও সংক্ষিপ্ত, সবচেয়ে সমন্বিত ও স্পষ্ট শব্দে একত্রিত করেছে।'[২৫]

বলা বাহুল্য, বান্দা যখন উক্ত অর্থকে নিজ (মন ও মস্তিষ্কে) উপস্থিত রাখবে, তখন সে তার 'নাফসে আম্মারাহ' (মন্দ-প্রবণ) মনকে প্রদমিত করে এবং তার দুশমন শয়তানকে পরাভূত করে গোনাহকে বর্জন করবে, আর সেই সময় সে আল্লাহর আনুগত্যে সম্মান এবং ইহকাল ও পরকালের বিশাল সাফল্য লাভ করবে।

---

২৪. আহমাদ ৮০, ৬৮৫১, আবূ দাউদ ৫০৬৭, তিরমিযী ৩৫২৯, সঃ জামে' ৪৪০২।
২৫. বাদাইউল ফাওয়াইদ ২/৭১৮।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'সপ্তম হলো: প্রতিদানের কথাকে মনে উপস্থিত রাখা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য হারামকে ত্যাগ করবে এবং নিজের খেয়ালখুশি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, তার বিনিময়ে তিনি যে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (তা মাথায় রাখা), এই সময় বান্দা যার পরিবর্তে প্রতিদান দেওয়া হবে, তার মাঝে এবং যে প্রতিদান পরিবর্ত রূপে দেওয়া হবে, এই উভয়ের মাঝে তুলনা করে দেখে যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে তা এখতিয়ার করবে এবং নিজের জন্য পছন্দ করবে।'

টীকা

الأَمْرُ السَّابِعُ مِنْ هٰذِهِ الْبَوَاعِثِ : اَلْفَوْزُ بِالْعِوَضِ مِنَ اللهِ

পাপ থেকে বাঁচার সপ্তম উপায় হলো: মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের কথা (স্মরণে রাখা)।

আল্লাহর বান্দা! তুমি যদি পাপকে আল্লাহর ভয়ে, তাঁর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে এবং ঈমানের কথা লক্ষ্য রেখে বর্জন করো, তাহলে তিনি তোমাকে পার্থিব জীবনে প্রতিদান দেবেন হৃদয়ে সুস্বাদ, মনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আয়ুতে বরকত। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

'পুরুষ বা নারী যে কেউই মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।'[২৬]

এবং গোনাহ ও অবাধ্যাচরণ ত্যাগ করার বিনিময়ে পরকালের জীবনে তোমাকে প্রতিদান দেবেন জান্নাতে প্রবেশ-অধিকার এবং তার সুখ-সম্পদ উপভোগ করার অধিকার। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় রেখেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।'[২৭]

আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

(إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ)

'তুমি আল্লাহর ভয়ে কোন জিনিসকে ত্যাগ করলে অবশ্যই তিনি তোমাকে তার বিনিময়ে এমন কিছু দান করবেন, যা তার থেকে বেশি উত্তম।'[২৮]

শরীয়তে এই উপায়টির অনেকানেক সাক্ষ্য রয়েছে। যেমন যে ব্যক্তি যাবতীয় নোংরামির মূল--- অর্থাৎ মদ্যপান ইহকালে বর্জন করবে, সারা জাহানের প্রভু তার বিনিময়ে পরকালে জান্নাতের একটি এমন মদের নদী দান করবেন, যার স্বাদ বিকৃত হবে না। ঠিক এরই বিপরীত যে

---

২৬. সূরা নাহল ১৬ : ৯৭।
২৭. সূরা না-যিআত ৭৯ : ৪০-৪১।
২৮. আহমাদ ২০৭৩৯, সিঃ যয়ীফাহ ৫, হাদীসটির সনদ সহীহ।

ব্যক্তি (ইহকালে) এই সকল নিষিদ্ধ জিনিস সেবন করবে, তা নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেবে এবং তা হতে মহান আল্লাহর নিকট তওবাও করবে না, সে ব্যক্তির জন্য পরকালে তা (জান্নাতের পবিত্র মদ) কে হারাম করে দেবেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ (فَلَمْ يُسْقَهَا)

'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে মদ্যপান করবে, অতঃপর তা থেকে তওব করবে না, সেই ব্যক্তিকে পরকালের জীবনে তা থেকে বঞ্চিত করা হবে (সুতরাং তাকে তা পান করতে দেওয়া হবে না)।'[২৯]

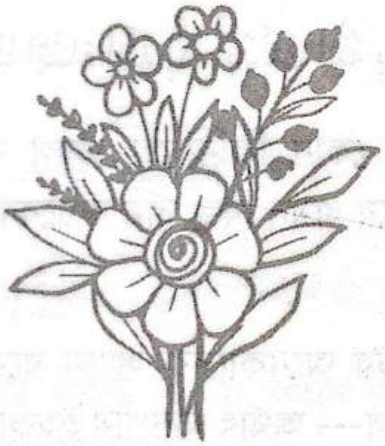

২৯. বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ৫৩৪১।

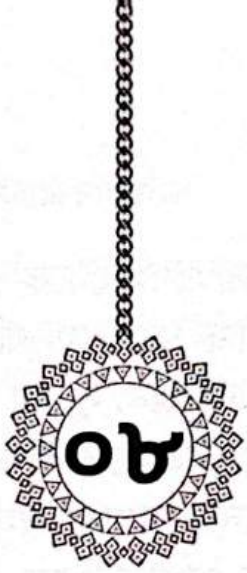

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

'অষ্টম হলো: (আল্লাহর বান্দার) সঙ্গী হওয়ার কথাকে মনে উপস্থিত রাখা। আর আল্লাহর সঙ্গী হওয়ার বিষয়টি দুই প্রকার: আম সঙ্গ এবং খাস সঙ্গ, আম সঙ্গের অর্থ হলো, মহান প্রতিপালক (সর্বদা) বান্দার খবর রাখেন, সে তাঁর চোখের সামনে থাকে তাঁর কাছে তার অবস্থা গোপন থাকে না। আর এ কথা (যথাস্থানে) উল্লিখিত হয়েছে।

এখানে উদ্দিষ্ট হলো খাস সঙ্গ। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।'[৩০]

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা সংযম অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।'[৩১]

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

'আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন।'[৩২]

---

৩০. সূরা বাক্বারাহ ০২ : ১৫৩।
৩১. সূরা নাহল ১৬ : ১২৮।
৩২. সূরা আনকাবুত ২৯ : ৬৯।

সুতরাং বান্দার জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজ বাসনা চরিতার্থ করা এবং নিজ কামনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করার চাইতে এই খাস সঙ্গ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে বেশি উত্তম ও উপকারী। তাহলে কীভাবে সে (আল্লাহর খাস সঙ্গ) এর উপর জীবনের সামান্য সময়ের জন্য মলিনতা ও আবীলতাময় সুস্বাদকে প্রাধান্য দিতে পারে? এ আস্বাদন তো ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের মতো অথবা অস্থিতিশীল ছায়ার মতো।'

টীকা

الأَمْرُ الثَّامِنُ مِنْ بَوَاعِثِ تَرْكِ الذُّنُوبِ : مَعِيَّةُ اللهِ الْمُنْجِيَةُ الْخَاصَّةُ

পাপ থেকে বাঁচার অষ্টম উপায় হলো: মহান আল্লাহর খাস সঙ্গ পাওয়ার কথা (স্মরণে রাখা)।

মহান আল্লাহর খাস সঙ্গ পাওয়ার উদ্দেশ্য হলো সেই সঙ্গ, যা তিনি পরহেযগার, নেককার ধৈর্যশীল বান্দাদের জন্য খাস করেছেন। যার ফলস্বরূপ তারা তাঁর হিফাযত, সাহায্য, যত্ন ও সমর্থন পেয়ে থাকে, বলা বাহুল্য বান্দার মন যখন পাপের দিকে ডাক দেবে, তখন সে যেন ধৈর্য ধরে এবং তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাহলে সে (আল্লাহর) খাস সঙ্গ লাভে ধন্য হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।'[৩৩]

﴿وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

'আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন।'[৩৪]

---

৩৩. সূরা বাক্বারাহ ০২ : ১৫৩।

৩৪. সূরা আনকাবূত ২৯ : ৬৯।

এই খাস সঙ্গ লাভের অন্যতম সাক্ষী হলো সেই তিন ব্যক্তির কাহিনী, যারা সফরে বের হয়েছিল, অতঃপর এক সময় রাত এসে গেলে তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল, অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তখন তারা বলল,

(إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ)

'এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর।'

ওদের মধ্যে একজনের দুআর বাক্য ছিল,

(اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بها سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاخْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ)

"হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল, সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু সে অস্বীকার করল, পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। তখন সে বলল, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'নবম হলো: আকস্মিক ও শীঘ্র মরণকে মনে উপস্থিত রাখা আর তা এইভাবে যে, বান্দা এই আশঙ্কা করবে যে, হঠাৎ করে তার মরণ এসে যাবে এবং আল্লাহ তাকে আচমকা পাকড়াও করবেন। তখন তার মাঝে ও আকাঙ্ক্ষিত পার্থিব সুখ-সম্ভোগের মাঝে এবং তার মাঝে ও আকাঙ্ক্ষিত পারলৌকিক সুখ-সম্ভোগের মাঝে বাধা সৃষ্টি হয়ে যাবে, আর তখন যে তিক্ততর ও কঠিনতর আক্ষেপ করতে হবে, তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। কোন কোন পুরনো গ্রন্থে পাওয়া যায়, 'হে সেই ব্যক্তি, যে চক্ষু-পলকভর নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারো না এবং যার এক দিনের আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না! তুমি সাবধান হও, তুমি সতর্ক হও।'

টীকা

الأَمْرُ التَّاسِعُ مِنْ هٰذِهِ الْمَشَاهِدِ : الْخَوْفُ مِنْ مُبَاغَتَةِ الأَجَلِ

পাপ থেকে বাঁচার নবম উপায় হলো: আকস্মিক মৃত্যুকে ভয় করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

'প্রত্যেক নির্ধারিত কালের লিপিবদ্ধ গ্রন্থ আছে।'[৩৬]

---

৩৬. সূরা রা'দ ১৩ : ৩৮।

তিনি মৃত্যু আসার মুহূর্ত সম্পর্কে বলেছেন,

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

'সুতরাং যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব ত্বরা করতে পারবে না।'[৩৭]

বলা বাহুল্য, মানুষ জানে না যে, হঠাৎ করে তার মরণ কখন আসবে যখন সে শক্তিশালী যুবক থাকে, তখন হয়তো সে ধারণা করে যে, বহু বছর বেঁচে থাকবে কিন্তু সে অনুভবও করতে পারবে না, হঠা করেই মরণ তাকে আক্রমণ করবে। সম্মানীয় সাহাবী ইবনে উমা বলতেন,

(إِذَا أَمْسَيتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ)

'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে আর সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না।'[৩৮]

আর মহানবী মৃত্যু কাছিয়ে আসার কথা তাঁর সাহাবাকে স্মরণ করাতে এবং বলতেন,

(أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ)

"আনন্দনাশক বস্তু (অর্থাৎ, মৃত্যু)কে বেশি বেশি স্মরণ কর।"[৩৯] যেহেতু এই স্মরণ বান্দাকে গোনাহতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

---

৩৭. সূরা আ'রাফ ০৭ : ৩৪।

৩৮. বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী, মিশকাত ১৬০৪।

৩৯. বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৫৬০, ইবনে হিব্বান ২৯৯৩, সহীহুল জামে' ১২১০-১২১১, তিরমিযী ২৩০৭, নাসাঈ ১৮২৪, ইরওয়া ৬৮২নং 'হাযিম' শব্দে।

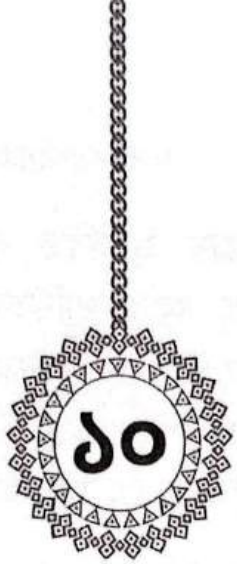

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) বলেছেন,

'দশম হলো: অসুস্থতা ও সুস্থতাকে মনে উপস্থিত রাখা যেহেতু অসুস্থতা (বালা-মুসীবত) প্রকৃতপক্ষে পাপ ও তার শাস্তি ছাড়া কিছু নয়, সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তিবর্গ মানেই পাপী ব্যক্তিবর্গ; যদিও তাদের শরীর সুস্থ থাকে, আর সুস্থ ব্যক্তিবর্গ মানেই অনুগত ব্যক্তিবর্গ, যদিও তাদের শরীর অসুস্থ থাকে। হাদীসে বর্ণিত আছে, "তোমরা কোন অসুস্থ লোক দেখলে আল্লাহর কাছে সুস্থতা (নিরাপত্তা) প্রার্থনা করো।"

উলামাদের কেউ কেউ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'যেহেতু অসুস্থ লোকেরা আল্লাহর অবাধ্যাচরণ, তাঁর প্রতি বৈমুখ ও তাঁর থেকে উদাসীনতায় জর্জরিত থাকে, এগুলো যদিও সবচেয়ে বড় অসুস্থতা, তবুও (হাদীসের) শব্দ দেহে ও দ্বীনে সকল ধরনের অসুস্থতায় জর্জরিত লোকেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর আল্লাহই সর্বাধিক বেশি জানেন।'

টীকা

الأَمْرُ الْعَاشِرُ مِنْ هٰذِهِ الْبَوَاعِثِ: مَشْهَدُ الْبَلَاءِ وَالْعَافِيَةِ

পাপ থেকে বাঁচার দশম উপায় হলো: অসুস্থতা ও সুস্থতাকে মনে উপস্থিত রাখা।

মানুষকে যে সকল অসুস্থায় জর্জরিত করে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো পাপাচার, আর সার্বিকভাবে সুস্থতা আছে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং পাপ থেকে দূরে থাকার মাঝে মহান আল্লাহ অসুস্থতাকে তাকদীর দ্বারা বণ্টন করে দিয়েছেন এবং সুস্থতাকেও অনুরূপ, এই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হলো আল্লাহর কাছে সুস্থতা প্রার্থনা করা।

তার মধ্যে একটা হলো নবী (ﷺ)-এর এই বাণী, তিনি বলেছেন,

(مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)

'এই দুআ অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ দুআ নেই, যা বান্দা করে, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের সুস্থতা প্রার্থনা করছি।'[৪০]

(اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنْ الْعَافِيَةِ)

'তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা চাও। কারণ একীনের পরে সুস্থতা অপেক্ষা উত্তম কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।'[৪১]

আর নবী তাঁর সহচর এবং পরিবারকে বেশি বেশি সুস্থতা কামনার দুআ করতে অসিয়ত করতেন, যেমন তিনি তাঁর চাচা আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বলেছিলেন,

(يَا عَمِّ أَكْثِرِ الدُّعَاءَ بِالْعَافِيَةِ)

'চাচাজান! আপনি বেশি বেশি সুস্থতা কামনার দুআ করুন।'[৪২]

---

৪০. ইবনে মাজাহ ৩৮৫১, সিঃ সহীহাহ ১১৩৮।
৪১. তিরমিযী ৩৫৫৮, ইরওয়া ৯১৭।
৪২. ত্বাবারানীর কাবীর ১১৯০৮, সিঃ সহীহাহ ১৫২৩।

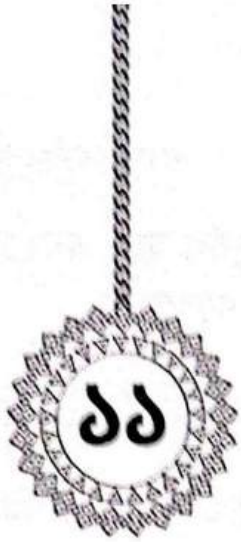

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'একাদশতম হলো: দ্বীনী উপায়-উপকরণকে বান্দা মনের খেয়ালখুশির বিরুদ্ধে লড়তে ও মুকাবেলা করতে একটু একটু করে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করবে, যাতে সে বিজয়ের স্বাদ প্রাপ্ত হতে পারে; আর তখন তার হিম্মত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যেহেতু যে ব্যক্তি কোন জিনিসের স্বাদ অনুভব করে নেয়, সে তা অর্জন করার লক্ষ্যে তার হিম্মত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শক্ত কর্মাবলী করার অভ্যাস সেই শক্তিকে বৃদ্ধি করে, যে শক্তি থেকে সেই সব কর্ম সংঘটিত হয়, এই জন্য আমরা দেখতে পাই, কুলি-মুটে ও কঠিন শিল্পকর্মের শ্রমিকদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, পক্ষান্তরে বস্ত্র-ব্যবসায়ী, দর্জি প্রভৃতির শক্তি বৃদ্ধি পায় না। আর যে ব্যক্তি সাধনা বিলকুল বর্জন করেছে, তার দ্বীনী প্রেরণা দুর্বল হয়ে যাবে এবং কুপ্রবৃত্তির প্রেরণা সবল হয়ে উঠবে, পরন্ত যখন সে নিজের মনকে খেয়ালখুশির বৈপরীত্য করতে অভ্যস্ত করবে, তখন সে তার উপর জয়ী হবে, যখন সে চাইবে।'

টীকা

الْأَمْرُ الْحَادِي عَشَرَ : تَعْزِيزُ مُجَاهَدَةِ دَوَاعِي الشَّرِّ

পাপ থেকে বাঁচার একাদশতম উপায় হলো: মন্দের হেতুসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করা।

মনের খেয়ালখুশি ও শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অন্যতম মাহাত্ম্য এই যে, উভয় থেকে মনের সুরক্ষা লাভ করা আর এই প্রতিরোধ-

লড়াইয়ে পাপের আগ্রহও দুর্বল হবে এবং তা বর্জন করাও সহজ হয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

'যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন।'[৪৩]

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾

'যারা হিদায়তপ্রাপ্ত হয়, আল্লাহ তাদের হিদায়াতকে বর্ধন করেন।'[৪৪]

সুতরাং মুসলিম যখন মন্দের হেতু ও উপকরণসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে ও প্রতিরোধ-লড়াই করতে থাকবে, তখন আল্লাহ তার জন্য হিদায়াত ও সুবুদ্ধির পথসমূহকে সহজ করে দেবেন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দের হেতুসমূহের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, সে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং কুপ্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয়ে যাবে।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, 'হিদায়াতের ব্যাপারে লোকেদের মধ্যে বেশি পরিপূর্ণ ব্যক্তি সে, যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে সংগ্রামে বেশি বড় আর সবচেয়ে বেশি বড় ফরয সংগ্রাম হলো, মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা. সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত চার প্রকার সংগ্রাম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির পথসমূহ প্রদর্শন করবেন, যা তাকে তাঁর জান্নাতে পৌঁছে দেবে. আর যে ব্যক্তি সংগ্রাম ত্যাগ করবে, সে ব্যক্তির ততটা পরিমাণ হিদায়াত হাতছাড়া হবে, যতটা পরিমাণ সে সংগ্রামকে বন্ধ রাখবে।'[৪৫]

---

৪৩. সূরা আনকাবূত ২৯ : ৬৯।
৪৪. সূরা মারয়্যাম ১৯ : ৭৬।
৪৫. আল-ফাওয়াইদ ৫৯পৃ.।

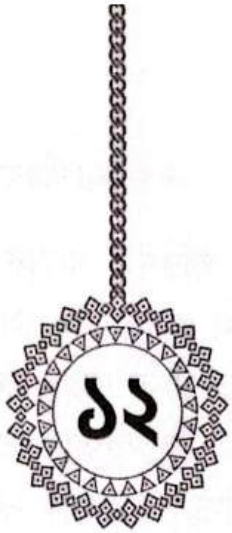

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

'দ্বাদশতম হলো: মনের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার সময় বাতিল থেকে বিরত থাকতে হবে। যখনই মনের ভিতরে কোন চিন্তা চলে আসবে, তখনই তা দূর করতে হবে, তাকে প্রশ্রয় দিলে হবে না এবং তা নিয়ে সহাবস্থান করা হবে না। তা না হলে তা আকাঙ্ক্ষাতে পরিণত হবে আর তা হলো নিঃস্বদের পুঁজি, মনে চিন্তা নিয়ে থেকে গেলে তা কামনায় পরিণত হবে। অতঃপর তা শক্তিশালী হয়ে উদ্বেগে পরিণত হবে অতঃপর তা শক্তিশালী হয়ে ইচ্ছাতে পরিণত হবে। অতঃপর তা শক্তিশালী হলে দৃঢ়-সংকল্পে পরিণত হবে, যার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে উদ্দিষ্ট কর্ম, সুতরাং নির্ধারিত কিছু ঘটে যাওয়া এবং তার অভ্যাস বর্জন করার পরে যে প্রভাব পড়বে, তা দূর করার চাইতে মনের প্রথম চিন্তাকে দূর করাটা অনায়াসসাধ্য ও সহজ হবে।'

টীকা

الأَمْرُ الثَّانِي عَشَرَ : مُحَارَبَةُ خَوَاطِرِ النَّفْسِ الْبَاطِلَةِ

পাপ থেকে বাঁচার দ্বাদশতম উপায় হলো: মনের বাতিল চিন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

যেহেতু পাপ যখন ঘটে, তখন তার প্রারম্ভ হয় মনের চিন্তার মাধ্যমে, তারপর সেটা বিবর্তিত হয়ে কামনায় পরিণত হয়, তারপর সেটা উদ্বেগে পরিণত হয়ে হৃদয়ে আন্দোলিত হয়, তারপর সেটা মন্দ ইচ্ছায় পরিণত

হয়, এর পরে সেটা কর্মে পরিণত করার দৃঢ়-সংকল্পে পরিণত হ
সুতরাং মানুষের জন্য মঙ্গল হলো যে, সে এই কুচিন্তাকে মনে স্থা
পাওয়ার প্রথম মুহূর্তেই উৎপাটিত করা। কারণ যদি সে শৈথিল্য ক
এবং পাপকর্মে পতিত হয়ে যায়, তাহলে একবারের পরে বারবার ত
সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়, আর তার ফলে তা একটি অনিবার্য গু
ও স্থায়ী আকৃতিতে পরিণত হয়, নাউযু বিল্লাহ।

গোনাহের সাথে বান্দার যে অবস্থা হয়, সে ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বি
হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) কী সুন্দর একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন,

إِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِأَرْضٍ فِيهَا وَحْلٌ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّاهُ، فَغَاصَتْ رِجْلُهُ فِيهِ، خَاضَ ـ أَيْ: صَارَ يَمْشِي فِي الْوَحْلِ بَعْدَ ذٰلِكَ دُونَ تَوَقٍّ ـ، وَقَالَ أَصْحَابِهِ: هٰكَذَا الْعَبْدُ لَا يَزَالُ يَتَوَقَّى الذُّنُوبَ، فَإِذَا وَاقَعَهَا خَاضَهَا.

কোন এক বান্দা কাদাময় মাটিতে হাঁটছিল, সে কাদা থেকে বাঁচার চেষ্ট
করছিল, কিন্তু এক সময় তার পা দুটি কাঁদাতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। এ
পরে সে কাদার পরোয়া না করে এবং বাঁচার চেষ্টা না করে তাতে
চলতে থাকল। অতঃপর ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সঙ্গীদেরকে বললে
'এই রকমই বান্দা যখন গোনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকে। কি
যখন সে তাতে পতিত হয়, তখন আর কোন পরোয়া না করে ত
বারবার করতে থাকে।'[৪৬]

৪৬. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ১/১১২।

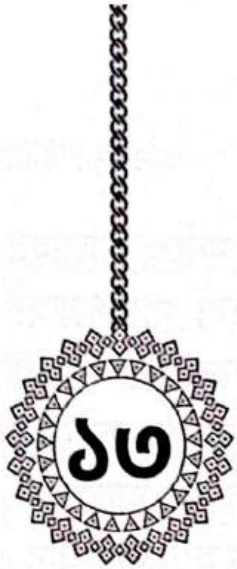

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'ত্রয়োদশতম হলো: প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে আহ্বান করে, এমন হেতুসমূহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বান্দার কোন প্রবৃত্তি থাকবে না। বরং উদ্দেশ্য হলো, তার প্রবৃত্তিকে উপকারী কর্মের প্রতি ফিরিয়ে নেবে মহান রবের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে তাকে ব্যবহার করবে, তাহলেই পাপকর্মে তাকে ব্যবহারের মন্দকে প্রতিহত করা যাবে। যেহেতু মানুষের প্রত্যেকটা জিনিসকে যদি সে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করে, তাহলে তিনি তাকে নিজের মন ও শয়তানের জন্য ব্যবহারের মন্দ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন, আর যে জিনিসকে মানুষ আল্লাহর জন্য ব্যবহার করবে না, তা সে নিশ্চয়ই নিজের জন্য এবং নিজের কুপ্রবৃত্তির জন্য ব্যবহার করবে।

ইলম যদি আল্লাহর জন্য না হয়, তাহলে তা হবে নিজের জন্য এবং নিজের কুপ্রবৃত্তির জন্য। আমল যদি আল্লাহর জন্য না হয়, তাহলে তা 'রিয়া' (লোকপ্রদর্শন) ও মুনাফিকী (কপটতা)র জন্য হবে, সম্পদ যদি আল্লাহর জন্য ব্যয় না করা হয়, তাহলে তা শয়তান বা নিজ কুপ্রবৃত্তির আনুগত্যে ব্যয় করা হবে। মর্যাদা যদি আল্লাহর জন্য ব্যবহার না করা হয়, তাহলে তা মর্যাদা-ওয়ালা তা নিজ কুপ্রবৃত্তি ও তার সুখের জন্য ব্যবহার করবে, শক্তি যদি আল্লাহর নির্দেশমতো ব্যবহার না করা হয়, তাহলে শক্তি-ওয়ালা তাকে কোন পাপকাজে ব্যবহার করবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ মনকে আল্লাহর ওয়াস্তে আমলে অভ্যস্ত করবে, সে ব্যক্তির জন্য গায়রুল্লাহর ওয়াস্তে আমল করার চাইতে তা বেশি কষ্টদায়ক হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিজ কুপ্রবৃত্তি ও তার সুখের জন্য আমলে অভ্যস্ত করবে, সে ব্যক্তির জন্য ইখলাস ও আল্লাহর ওয়াস্তে আমল করার চাইতে বেশি কষ্টদায়ক হবে না। আর এ হলো সকল আমলের ক্ষেত্রে, অতএব আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয়কারীর জন্য কোন কিছুই গায়রুল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় করার চাইতে বেশি কষ্টদায়ক হবে না। আর অনুরূপ এর বিপরীত।'

টীকা

الأَثَرُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ بَوَاعِثِ تَرْكِ الذُّنُوبِ: صَرْفُ الْهَوَى إِلَى مَا يُحِبُّهُ اللهُ

পাপ থেকে বাঁচার ত্রয়োদশতম উপায় হলো: প্রবৃত্তিকে মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে ফিরিয়ে দেওয়া।

দুনিয়াতে এমন বহু উপায়-উপকরণ আছে, যা মনের প্রবৃত্তিকে বাতিল ও হারাম কাজের দিকে ফিরিয়ে দেয়, তাই বান্দার জন্য আবশ্যক হলো এই সকল উপকরণ ও সংস্রব থেকে মুক্ত হতে সর্বৈবভাবে প্রচেষ্টা চালানো সর্ববৃহৎ সাধনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ যা ভালোবাসেন, তার দিকে নিজের প্রবৃত্তিকে ফিরিয়ে আনা যেমন নবী (ﷺ)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম?' তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমার নিজের মন ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ।'[47]

আর মহান আল্লাহ সেই মানুষের নিন্দা করেছেন, যে সাধারণভাবে নিজের প্রবৃত্তির বশবর্তী। তিনি বলেছেন,

---

৪৭. আবু নুআইমের হিয়্যাতুল আওলিয়া ২/২৪৯, সিঃ সহীহাহ ১৪৯৬।

(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)

'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা, অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'[৪৮]

ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেছেন, প্রবৃত্তি বা মনের খেয়ালখুশিকে উপাস্য বানানোর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলেছেন, 'সে মন যা চায়, তাই করে, মহান আল্লাহর ভয় করে না।'[৪৯]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'রওয়াতুল মুহিব্বীন' নামক গ্রন্থে কুপ্রবৃত্তির নিন্দা নামক অধ্যায়ে পঞ্চাশটি এমন বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা মুসলিমকে তার কুপ্রবৃত্তি বা মনের খেয়ালখুশির উপর বিজয়ী হতে সাহায্য করবে, তাতে আছে যে, মুসলিম কীভাবে নিজের প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শরীয়তের অনুসারী বানাবে এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন, তার অনুগামী হতে পারবে।[৫০]

আর তিনি এই অধ্যায়ের শেষাংশে বলেছেন, 'কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করলে দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদা লাভকে এবং গুপ্ত ও প্রকাশ্য সম্মান লাভকে অবশ্যম্ভাবী করে, পক্ষান্তরে মনের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বান্দাকে দুনিয়া ও আখেরাতে নিম্নে পতিত করে এবং গুপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে তাকে লাঞ্ছিত করে।[৫১]

---

৪৮. সূরা জাসিয়াহ ৪৫ : ২৩।
৪৯. ত্বাবারীর জামেউল বায়ান ২১/৯৩।
৫০. রওয়াতুল মুহিব্বীন ৬২৯পৃ.।
৫১. ঐ ৬৪৮-পৃ.।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'চতুর্দশতম হলো: চিন্তা-ভাবনাকে মহান আল্লাহর সেই বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর প্রতি ফিরিয়ে আনা, যার প্রতি তিনি বান্দাগণকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আহ্বান করেছেন, আর তা হল তিলাওয়াতযোগ্য (কুরআনের) আয়াত এবং তাঁর সৃষ্ট নিদর্শনাবলী। সুতরাং এ সকল যখন বান্দার হৃদয়ে স্থান দখল করে নেবে, তখন সে সকল (নিদর্শনাবলী) শয়তানের বক্তব্য, তার কথোপকথন এবং তার কুমন্ত্রণাকে প্রতিহত করবে, আর যে ব্যক্তি শয়তানকে স্থানদান করবে এবং পরম দয়াময় (আল্লাহ), তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ও সাহাবাগণের বক্তা থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি আগ্রহী না হয়ে মানব ও দানব শয়তানের বক্তব্যের প্রতি আগ্রহী হবে---তার ক্ষতি কতই না বিশাল! বাস্তবে এই ক্ষতির পরে আর কোন ক্ষতি নেই, আর আল্লাহই সাহায্যস্থল।

টীকা

الأَمْرُ الرَّابِعُ عَشَرَ : التَّفَكُّرُ فِي آيَاتِ اللهِ

পাপ থেকে বাঁচার চতুর্দশতম উপায় হলো: মহান আল্লাহর আয়াত (নিদর্শনাবলী) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

মুসলিম যদি তার চিন্তা-গবেষণাকে মহান আল্লাহর বিস্ময়কর আয়াতসমূহের দিকে ফিরিয়ে আনে---যদিও সেই চিন্তা-গবেষণা তাঁর তিলাওয়াতযোগ্য আয়াত হয়, আর তা হলো তাঁর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন, অথবা চিন্তা-গবেষণা তাঁর সৃষ্ট নিদর্শনাবলী হয়, আর তা হলে

তাঁর জাগতিক নিদর্শনাবলী, তাহলে এই চিন্তা-ভাবনা বান্দার জন্য প্রভূত কল্যাণের পথ খুলে দেবে। তার হৃদয়কে ঈমান ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে নিরত রাখবে আর তা তাকে পাপে পতিত হওয়া এবং বাতিল বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত ও দূরে রাখবে।

যেমন এই চিন্তা-ভাবনা সেই শ্রেষ্ঠতর উপায়-উপকরণে পরিণত হবে, যা কুমন্ত্রণা ও সংশয়কে মন থেকে দূরীভূত করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

'নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি. তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।'[৫২]

আবূ সুলাইমান দারানী (রহ.) বলেছেন,

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِنِّي لَأَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِي، فَمَا يَقَعُ بَصَرِي عَلَى شَيْءٍ إِلَّا رَأَيْتُ اللهَ عَلَيَّ فِيهِ نِعْمَةً، أَوْ لِي فِيهِ عِبْرَةٌ».

'আমি যখনই আমার ঘর থেকে বের হই, তখনই যে জিনিসের উপরেই আমার দৃষ্টি পড়ে, আমি তাতে আমার প্রতি আল্লাহর দেওয়া কোন নিয়ামত অথবা কোন উপদেশ দেখতে পাই।'[৫৩]

---

৫২. আলে ইমরান ০৩ : ১৯০-১৯১।

৫৩. হাফেয ইবনে কাসীরের তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ২/১৮৪।

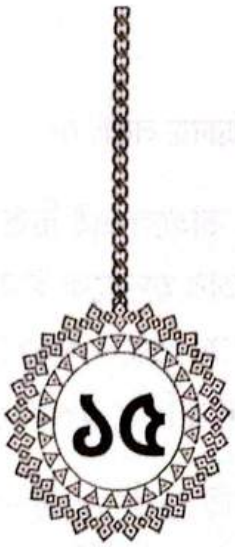

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

'পঞ্চদশতম হলো: দুনিয়া ও তার শীঘ্র বিনাশ এবং দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তাহলেই সে চাইবে না যে, সে তার অনন্তকালের চিরস্থায়ী ঘরের জন্য দুনিয়ার মধ্যস্থিত সব চাইতে নিকৃষ্ট এবং সব চাইতে কম উপকারী কিছুকে পাথেয় রূপে সংগ্রহ করুক, তবে সে করতে পারে, যে হবে হিম্মত হারা, সম্ভ্রমহীন এবং মৃত হৃদয়ের অধিকারী, এমন বান্দার আক্ষেপ কঠিন হবে, যখন সে যা সংগ্রহ করেছে, তার প্রকৃতত্ব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তার নিকট স্পষ্ট হবে যে, তা তার জন্য কোন উপকারী নয়, তাহলে কী হবে, যখন সে উপকার দেবে এমন পাথেয় সংগ্রহ করা বর্জন করে যে পাথেয় তাকে আযাব দেবে, সেই পাথেয় সংগ্রহ করে থাকবে এবং তার প্রতিফল স্বরূপ যার-পর-নাই কষ্ট ভোগ করবে? বরং যখন সে উপকারী পাথেয় সংগ্রহ করবে এবং তার চাইতে বেশি উপকারী পাথেয় সংগ্রহ বর্জন করবে, তার ফলেও তাকে আক্ষেপ করতে হবে।'

টীকা

رُ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ بَوَاعِثِ تَرْكِ الذُّنُوبِ: سُرْعَةُ زَوَالِ الدُّنْيَا وَانْقِضَاؤُهَا

পাপ থেকে বাঁচার পঞ্চদশতম উপায় হলো: সত্বর দুনিয়ার ধ্বংস বিনাশ হওয়ার কথা স্মরণ করা। বলা বাহুল্য, পার্থিব জীবন সত্ ধ্বংসশীল। যেমন নবী বলেছেন,

(مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)

"দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো (এ) জগতে ঐ আরোহীর মতো, যে (ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য) গাছের ছায়ায় থামল, পুনরায় সে চলতে আরম্ভ করল এবং ঐ গাছটিকে ছেড়ে দিল।"[৫৪]

সুতরাং মানুষ যখন চিন্তা করে দেখবে যে, দুনিয়া সত্বর ধ্বংস হয়ে যাবে, এতসত্ত্বেও তা হলো পরীক্ষালয়, তখন সে নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, এই সংকীর্ণ সময়ের জীবনে উপকারহীন বিষয়ে সময় নষ্ট করা স্পষ্ট ক্ষতিকর এর চাইতে বেশি ক্ষতিকর হলো, সে পাপকাজে তার সময়কে নষ্ট করবে, যা তার পক্ষে কিয়ামতের দিন শাস্তির কারণ হবে। এই জন্য নবী বলেছেন,

(كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَو عَابِرُ سَبِيلٍ)

"তুমি দুনিয়াতে একজন প্রবাসী অথবা পথচারীর মতো থাকো।"[55] যেহেতু প্রবাসী ও পথিক প্রবাসের কোন বিষয়ের সাথে নিজ হৃদয়কে লটকে রাখে না, বরং তার হৃদয় লটকে থাকে নিজ আসল দেশের সাথে। তার সেই সফরের মূল উদ্দেশ্য থাকে, নিজ প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাওয়া।[৫৬]

---

৫৪. আহমাদ ২৭৪৪, তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনে মাজাহ ৪১০৯, সিঃ সহীহাহ ৪৭৮।
৫৫. বুখারী ৬৪১৬।
৫৬. ফাতহুল বারী, হাফেয ইবনে হাজার ১১/২৩৫।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'ষোড়শতম হলো: (এই মনে রাখা যে,) সে সেই সত্তার সম্মুখে আছে, যাঁর দুই আঙ্গুলের মাঝে (আদমসন্তানের) হৃদয়সমূহ আছে, যাঁর হাতে সকল বিষয়ের লাগাম আছে এবং সতত সকল জিনিসের গন্তব্য তাঁর দিকেই আছে। সুতরাং বান্দা সম্ভবত (মহান আল্লাহর) দান-বিতরণের সময় আকস্মিকভাবে লাভ করবে। যেমন বিদিত হাদীসে আছে, আর সম্ভবত বেশি বেশি সম্মুখীন হলে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন সময় সে লাভ করবে, যে সময়ে আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি তাকে তা দান করবেন। সুতরাং যাকে দুআ করার তওফীক দেওয়া হলো, তাকে আসলে তা কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হলো, কারণ মহান আল্লাহ যদি তা কবুল করার ইচ্ছা না করতেন, তাহলে তিনি বান্দার মনে দুআর অনুপ্রেরণা প্রক্ষেপ করতেন না।

যেমন একজন কবি বলেছেন, 'তুমি যদি না চাইতে তোমার হস্ত মুষ্টির দান থেকে আমি যা আশা ও প্রার্থনা করি, তা পাই, তাহলে তুমি আমাকে চাওয়ার অভ্যাসী বানাতে না।'

আর বাহ্যিক অবস্থা দেখে ভয়ের কিছু নেই। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে তাঁর মতো ব্যবহার করেন, যাঁর মতো কোন কিছুই নেই যেমন তাঁর গুণাবলীতেও কোন কিছু নেই। সুতরাং তিনি বান্দাকে দান করবেন বলেই বঞ্চিত করেন, আরোগ্য দান করবেন বলেই রোগ দান করেন, অভাবমুক্ত করবেন বলেই অভাবী বানান, জীবিত করবেন বলেই মৃত্যু দান করেন এবং বান্দার বাবা-মা (আদম-হাওয়া) কে পরিপূর্ণ রূপে

জান্নাতে ফিরিয়ে আনবেন বলেই তাঁদেরকে বের করে দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে, "হে আদম! 'জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও'--- আমার এই কথা তোমাকে যেন ধৈর্যহারা না করে। কারণ তা আমি তোমার জন্যই সৃষ্টি করেছি এবং ভবিষ্যতে তোমাকে ওখানেই ফিরিয়ে আনব।"

বলা বাহুল্য, সুমহান রব পরীক্ষার সাথে বান্দাকে নিয়ামত দান করেন, বঞ্চনার সাথে প্রদান করেন এবং রোগের সাথে সুস্থতা দান করেন। সুতরাং তাঁর বান্দা যেন নিজ খারাপ অবস্থা দেখে মোটেই ভীত না হয়, তবে যদি সেই অবস্থা তাকে তাঁর উপর রাগান্বিত করে এবং তাকে তাঁর থেকে দূর করে দেয়।'

টীকা

الأَمْرُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ هٰذِهِ الْبَوَاعِثِ: الِالْتِجَاءُ إِلَى مَنْ بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ

পাপ থেকে বাঁচার ষোড়শতম উপায় হলো: তাঁর কাছে আশ্রয় নেওয়া, যাঁর হাতে সব কিছু আছে।

বান্দা যখন জানবে, 'সকল বান্দার হৃদয় রহমান (আল্লাহ)র আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দুই আঙ্গুলের মাঝে আছে তিনি যেমন ইচ্ছা তা উলট-পালট করেন।'[৫৭] এবং সমস্ত বিষয়ের লাগাম তাঁর ব্যবস্থাপনা ও অধীনে আছে। তখন সে সত্বর তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করবে, তাঁর উপর অকৃত্রিম ভরসা করবে, তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করবে, যাতে তিনি তাকে তার মনের মন্দ থেকে বাঁচান এবং সেই কর্ম থেকে পানাহ দেন, যা তাঁকে ক্রোধান্বিত করে এবং তিনি তাকে তাঁর সরল পথ প্রদর্শন করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

---

৫৭. তিরমিযী ২১৪০, সঃ জামে' ১৬৮৫।

﴿وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾

'যে আল্লাহকে অবলম্বন করবে, সে অবশ্যই সরল পথ পাবে।'[৫৮] 'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমান (বিশ্বাস) কে প্রিয় করেছেন এবং তা তোমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করেছেন, আর কুফরী (অবিশ্বাস), পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন।'[৫৯] এই জন্য সুন্নাহতে এমন কিছু দুআ এসেছে, যা সকল কর্মে আল্লাহকে আশ্রয়স্থল রূপে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে, তার মধ্যে একটি দুআ হলো,

(اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ .....)

'সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। আর মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না।'[60]

হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) বলেছেন, 'আল্লাহকে আশ্রয়স্থল রূপে মেনে নেওয়া এবং তাঁরই উপর ভরসা করা হলো হিদায়াতের স্তম্ভ, ভ্রষ্টতা থেকে দূরে থাকার সরঞ্জাম, সৎ পথ লাভের মাধ্যম, সঠিকতার দিকে রাস্তা এবং উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণ।'[৬১]

---

৫৮. সূরা আলে ইমরান ০৩ : ১০১।

৫৯. সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৭।

৬০. মুসলিম ১৮৪৮।

৬১. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ২/৮৬।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'সপ্তদশতম হলো: এ কথা জানা যে, বান্দার মাঝে দুটি পরস্পর-বিরোধী আকর্ষণ আছে, এই দুই আকর্ষণের মাঝে তার পরীক্ষা, একটি আকর্ষক তাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর প্রতি ইল্লিয়ীনবাসী হতে আকর্ষণ করে এবং অপর আকর্ষকটি তাকে সর্বশেষ নিম্নের দিকে আকর্ষণ করে, সুতরাং যখনই সে উর্ধ্বমুখী আকর্ষকের অনুগমন করে, তখনই সে এক ধাপ উর্ধ্বে ওঠে, পরিশেষে তার উপযুক্ত সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে যায়, আর যখনই সে নিম্নমুখী আকর্ষকের অনুগমন করে, তখনই সে এক ধাপ নিম্নে অবতরণ করে পরিশেষে নিজ স্থান সিজ্জীনে পৌঁছে যায়, পরন্ত যখন সে জানতে চাইবে, সে সর্বোচ্চ বন্ধুর সঙ্গে আছে, নাকি সর্বনিম্ন স্থানে, তখন তার দেখা উচিত, এই দুনিয়াতে তার আত্ম কোথায় আছে?

যেহেতু আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করবে, তখন সে সেই বন্ধুর সাথে থাকবে, যে বন্ধুর প্রতি সে এই দুনিয়াতে আকৃষ্ট ছিল; সেই তার জন্য উপযুক্ত, কারণ মানুষ তার সঙ্গী হয়, যাকে সে ভালোবাসে; প্রকৃতিগতভাবে, বিবেকগতভাবে এবং প্রতিদানগতভাবে, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে জিনিসের প্রতি আগ্রহী থাকে, সে সেই জিনিসের প্রতি এবং তার পরিবারেরই প্রতি প্রকৃতিগতভাবে আকৃষ্ট হয়, আর প্রত্যেক মানুষ তার নিজের উপযুক্ত ব্যক্তি-বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾

বল, 'প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে।'[62] বলা বাহুল্য, উর্ধ্বগামী আত্মাসমূহ নিজ সত্তা, হিম্মত ও আমল-সহ সর্বোর্ধ স্থানের প্রতি আকৃষ্যমাণ থাকে, আর নিম্নগামী আত্মাসমূহ সর্বনিম্ন স্থানের প্রতি আকৃষ্যমাণ হয়।'

টীকা

الأَمْرُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ بَوَاعِثِ تَرْكِ الذُّنُوبِ: التَّيَقُّظُ لِجَاذِبِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

পাপ থেকে বাঁচার সপ্তদশতম উপায় হলো: ভালো ও মন্দের আকর্ষণীর প্রতি সজাগ থাকা।

প্রত্যেক বান্দার মাঝে দুটি পরস্পর-বিরোধী আকর্ষণী শক্তি আছে একটি আকর্ষণী তাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে আকর্ষণ করে আর অন্য যে আকর্ষণী আছে, তা তাকে সর্বনিম্নের দিকে আকর্ষণ করে। যেমন মন্দপ্রবণ মন, শয়তান ও কুসঙ্গী। সুতরাং বান্দা যখন ভালোর দিকে আকর্ষণকারীর সাথে থাকবে, তখন সে সফলতা ও পরিত্রাণ লাভ করবে, কিন্তু যখন সে মন্দের দিকে আকর্ষণকারীর অনুগামী হবে, তখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে, এমন অবস্থা থেকে আমরা আল্লাহর পানাহ চাই।

সুতরাং যখন এ কথা জানা গেল, তখন নিজের আত্মার হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো, সজাগ হওয়া, ভালোর আকর্ষণী শক্তি দেখে তা অবলম্বন করা এবং মন্দের আকর্ষণী শক্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে দূরে থাকা ও নিজের আত্মার প্রতি যত্নবান হওয়া কারণ 'মানুষ হাশরের দিন তার সাথী হবে, যাকে সে দুনিয়াতে ভালোবাসতো।' যেমন এ কথা সহীহ হাদীসে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে।[৬৩]

---

৬২. বানী ইস্রাঈল ১৭ : ৮৪।

৬৩. তিরমিযী ২৩৮৫, আলবানীর ফিকহুস সীরাহ ২১৪।

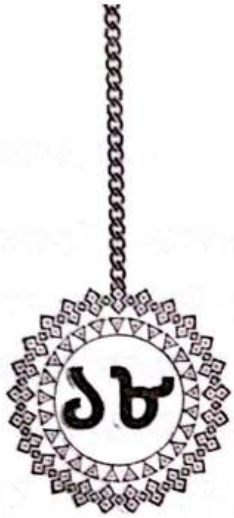

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'অষ্টাদশতম হলো: এ কথা জানা যে, রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের জন্য শর্ত হলো জায়গাকে খালি করা, আর ফসল পরিপূর্ণরূপে ফলার জন্য শর্ত হলো আগাছার জঙ্গল সাফ করা। বলা বাহুল্য জায়গাকে খালি না করা হলে রহমতের বৃষ্টি এমন জায়গায় বর্ষিত হবে না, যে জায়গা খালি নয়, বৃষ্টির উপযোগী নয়। আর যদি জায়গা খালি করল এবং শেষমেস রহমতের বৃষ্টি বর্ষিতও হলো, কিন্তু জায়গাকে আগাছার জঙ্গল থেকে মুক্ত করল না, তাহলে পরিপূর্ণরূপে ফসল উৎপাদন হবে না।

বরং ফসলের উপর আগাছা জয়ী হবে এবং তারই আধিপত্য চলবে, আর এ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে (চাষী) তার জমিকে ঠিকঠাক করে এবং ফসল উৎপাদনযোগ্য করে প্রস্তুত করে, তাতে বীজ বপন করে এবং বৃষ্টি বর্ষণের অপেক্ষা করে। সুতরাং যখন বান্দা তার হৃদয়কে পবিত্র করে, যাবতীয় কুচিন্তা ও তার কল্পনা থেকে শূন্য করে, তাতে যিকির, সুচিন্তা, ভালোবাসা ও ইখলাস (বিশুদ্ধতা)র বীজ বপন করে, তাকে রহমতের বায়ু-প্রবাহের সম্মুখে রাখে এবং যথাসময়ে রহমতের বৃষ্টি-বর্ষণের অপেক্ষা করে, তাহলে তা অভীষ্ট লাভের উপযুক্ত হবে।

আর যেমন যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষণে আশা শক্তিশালী হয়, তেমনি মাহাত্ম্যপূর্ণ সময়ে ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় সুমহান পরম দয়াময়ের বিতাড়িত দানলাভের আশা শক্তিশালী হয়, বিশেষ করে যখন অনেক মানুষের হিম্মত একত্রিত হয়, অনেক মানুষের হৃদয় পরস্পর সহযোগী হয়, আরাফাত, ইস্তিস্কা ও জুমআর

জামাআতের মতো জামাআত বিশাল হয়, তাহলে হিম্মত ও ঐক্যবদ্ধ মানুষ এমন উপকরণ, যা মহান আল্লাহ কল্যাণ অর্জনের জন্য এবং রহমত অবতীর্ণের জন্য বিন্যস্ত করেছেন, যেমন তিনি সকল উপায়-উপকরণকে তার সংঘটিতব্য বিষয়ের সাথে বিন্যস্ত করেছেন, বরং রহমত অর্জনের হেতু-উপকরণসমূহের চাইতে বেশি শক্তিশালী করেছেন, কিন্তু বান্দার কাছে অজানার কারণে অগোচরীভূত জিনিসের উপর গোচরীভূত জিনিস এবং জ্ঞানগ্রাহ্য জিনিসের উপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস প্রাধান্য পায়, আর তার অন্যায় আচরণের ফলে এ যেটা ফায়সালা দেয় ও দাবী করে সেটার উপর, ও যেটা ফায়সালা দেয় ও দাবী করে সেটাকে অগ্রাধিকার দেয়।

পক্ষান্তরে বান্দা যদি জায়গাকে খালি করত, প্রস্তুত করত এবং ঠিকঠাক করতো, তাহলে অবাক ব্যাপার দেখতে পেতো যেহেতু আল্লাহর অনুগ্রহকে সেই বাধা ছাড়া অন্য কিছু বাধা দিতে পারে না, যা বান্দার মধ্যে আছে সে যদি সেই বাধাকে দূর করে দিতে পারে, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ অতি সত্বর সকল দিক থেকে পৌঁছতে থাকে। আপনি সেই মহানদীর কথা ভেবে দেখুন, যে নদী যে দিকেই প্রবাহিত হয়, সেই দিককার প্রত্যেক বাগান-জমিকে সিঞ্চন করে, কিন্তু তার মাঝে ও কিছু নির্জলা নিষ্ফলা জমির মাঝে বড় বড় বাধা ও বাঁধ থাকে। সুতরাং সেই জমির মালিক অনুর্বরতার অভিযোগ করে, অথচ তার জমির পাশেই নদী থাকে!'

টীকা

الأَمْرُ الثَّامِنَ عَشَرَ: التَّخْلِيَةُ قَبْلَ التَّحْلِيَةِ

পাপ থেকে বাঁচার অষ্টাদশতম উপায় হলো: 'আগে পরিষ্কার করো, তারপর সজ্জিত করো'---এই নীতি মানা।

লেখক (রহ.) একটি মহান নীতি বর্ণনা করেছেন, আর তা হলো, হৃদয়কে শির্ক, বিদআত ও পাপাচারের ময়লা থেকে খালি বা পরিষ্কার করা কল্যাণ ও বরকত অর্জন করার অন্যতম শর্ত, এর জন্য তিনি একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো এই যে, যে ব্যক্তি কোন ফসল উৎপাদন করতে চায়, তার উচিত, প্রথমত সে জমিকে আগাছা বা নোংরা থেকে পরিষ্কার করবে এবং তাকে চাষযোগ্য করে প্রস্তুত করবে তাহলে তারপর সেই জমি ফল-ফসল উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠবে, তার আরো উচিত যে, সে ক্ষেতের ফসলের তত্ত্বাবধান করবে এবং এমন জিনিস থেকে সুরক্ষা করবে, যা ফসলের ক্ষতি করে। সুতরাং সে আগাছা ও এমন ক্ষতিকর পোকামাকড় থেকে ফসলকে দূরে রাখবে, যা হয়তো-বা তাকে নষ্ট করে এবং রোগগ্রস্ত করে ফেলবে, এর ফলে তার ফসল নিরাপদ থাকবে এবং ভালোরূপে বেড়ে উঠবে।

এইরূপই মু'মিনের অবস্থা হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সে চেষ্টা করবে, প্রথমত সে তার অন্তরকে সকল প্রকার শির্ক ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে, যাতে তার অন্তরের জমিতে ঈমান আবাদ হয় এবং তা ফলবান হয়ে ওঠে, অতঃপর সে আরো চেষ্টা করবে, যাতে সে ঈমানের তত্ত্বাবধান করে, তার পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হবে, যাতে পাপ ও অবাধ্যাচরণের মিশ্রণ তাকে মলিন না করে তার জন্য সে যেন সত্বর তওবা ও ইস্তিগফার করে এবং পাপাচার বর্জন করে তা হতে মুক্তিলাভ করতে পারে, যার কারণে তার হৃদয়ে ঈমান বর্ধমান হয় এবং তার উপরে রহমত ও বরকতরাজি অবতীর্ণ হয়।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'ঊনবিংশতিতম হলো: বান্দার এ কথা জানা যে, মহান আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, এমন স্থায়ী জীবনের জন্য, যার কোন বিনাশ নেই, এমন সম্মানের জন্য, যার পরে কোন অসম্মান নেই, এমন নিরাপত্তার জন্য, যার মধ্যে কোন ভয় নেই, এমন অভাবমুক্ত জীবনের জন্য, যার সাথে কোন অভাব নেই, এমন আনন্দের জন্য, যার সাথে কোন কষ্ট নেই এবং এমন পরিপূর্ণতার জন্য, যার মধ্যে কোন কমতি নেই, কিন্তু ইহকালে তার পরীক্ষা নেওয়া হয় স্থায়িত্ব দ্বারা, যার কাছে শীঘ্রই বিনাশ আসে, এমন সম্মান দ্বারা, যার সঙ্গে অসম্মান থাকে এবং যার পশ্চাতে লাঞ্ছনা থাকে, সেই নিরাপত্তা দ্বারা, যার সঙ্গে থাকে ভয় এবং যার পশ্চাতে থাকে ভীতি আর এইভাবে অভাবহীনতা, আনন্দ, খুশি, সম্পদ---যা এখানে তার বিপরীত জিনিস দিয়ে মিশ্রিত, যার পরপর তার বিপরীত জিনিস পশ্চাদ্ধাবন করে, আবার সেটা সত্বর নশ্বর জিনিসও বটে।

বলা বাহুল্য অধিকাংশ সৃষ্টি এই জায়গায় ভুল করে যে, তারা চায় সম্পদ, স্থায়িত্ব, সম্মান, রাজত্ব ও মর্যাদা, কিন্তু সঠিক জায়গামতো নয়, এর ফলে সঠিক জায়গায় সে সব পায় না। আর তাদের অধিকাংশ ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে যা চায়, তা প্রাপ্ত হয় না। পরন্ত যে তা পায়, তা আসলে সামান্য ভোগ-বিলাস মাত্র, অতঃপর তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে রসূলগণ এসেছেন কেবল চিরস্থায়ী সম্পদ এবং বিশাল রাজত্বের দিকে আহ্বান জানাতে। সুতরাং যে ব্যক্তি

তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেবে, সে ব্যক্তি দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সুখকর ও সুন্দর জিনিস লাভ করবে তার ফলে দুনিয়াতে তার জীবন হবে রাজা ও তার থেকে নিম্নমানের লোকেদের তুলনায় সুন্দর জীবন, যেহেতু দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা হলো উপস্থিত বাদশাহী জীবন, এ ব্যাপারে শয়তান মু'মিনের বড় হিংসা করে এবং সে সর্বৈব আগ্রহী থাকে, যাতে মু'মিন সেই জায়গায় পৌঁছতে না পারে।

অতএব বান্দা যখন নিজের কুপ্রবৃত্তি ও রাগের উপর নিয়ন্ত্রণ পাবে, তখন উভয়ই দ্বীনের আহ্বায়কের অনুগত হবে, আর তখন সে প্রকৃত বাদশা হয়ে যাবে, যেহেতু এই রাজ্যের রাজা হলো স্বাধীন, আর যে রাজা নিজের কুপ্রবৃত্তি ও রাগের বশবর্তী, সে হলো রাজার পোশাকে পরাধীন মালিকানাধীন প্রজা, যাকে কুপ্রবৃত্তি ও রাগের লাগাম পরিচালনা করে; যেমন উটকে (লাগাম দিয়ে) চালানো হয়ে থাকে।

সুতরাং প্রতারিত প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ে সেই বাহ্যিক রাজত্বের উপর, যার বাহ্যিক রূপ হলো রাজত্বের, কিন্তু ভিতরে হলো দাসত্ব তার দৃষ্টি পড়ে কুপ্রবৃত্তির উপর, যার প্রথম ভাগ হলো মজা ও আনন্দের, কিন্তু শেষভাগ হলো আফসোসের। পক্ষান্তরে তওফীকপ্রাপ্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিকে প্রথম থেকে শেষের দিকে এবং সূচনা থেকে পরিণামের দিকে পরিবর্তন করে দেয়,

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

"এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন, আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।"[৬৪]

৬৪. সূরা জুমুআহ ৬২ : ৪।

টীকা

الأَمْرُ التَّاسِعَ عَشَرَ: النَّعِيمُ وَالْعِزُّ الْحَقِيقِيُّ فِي دَارِ الْبَقَاءِ

পাপ থেকে বাঁচার উনবিংশতিতম উপায় হলো: প্রকৃত সম্পদ ও সম্মান হলো চিরস্থায়ী জীবনের---এই তত্ত্ব জানা।

মহান আল্লাহ বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন স্থায়িত্ব, যার পরে কোন বিনাশ নেই, এমন সম্মান, যার মধ্যে কোন অসম্মান নেই, এমন অভাবহীনতা, যার সাথে কোন অভাব নেই এবং এমন নিরাপত্তা, যার পরে কোন ভয় নেই, আর এ সব হলো সুখময় জান্নাতে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾

তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; যেখানে আমাদেরকে কোন প্রকার ক্লেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না কোন প্রকার ক্লান্তি।'[৬৫]

কিন্তু মহান আল্লাহ এই দুনিয়ায় বান্দার পরীক্ষা নিচ্ছেন, নশ্বর উপভোগ্য জিনিস দিয়ে, মলিন আনন্দ দিয়ে এবং বিনাশশীল রাজত্ব দিয়ে, সুতরাং সে যদি তাতে ধৈর্যধারণ করে এবং তার মধ্যে যা নিষিদ্ধ, তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার পশ্চাতে তাকে প্রকৃত সুখ-সম্পদ এবং চিরস্থায়ী আনন্দ দান করবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

৬৫. সূরা ফাত্বির ৩৫ : ৩৪-৩৫।

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾

'পক্ষান্তরে যারা সৌভাগ্যবান, তারা থাকবে বেহেস্তে সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতকাল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে; যদি না তোমার প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা হয়। এ হবে অফুরন্ত অনুদান।'[৬৬]

সুতরাং মু'মিন বান্দা যখন তার মনের ভিতরে ঐ স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধির কথা স্মরণে রাখবে এবং জানবে যে, পাপাচরণের সাময়িক আনন্দ উক্ত উচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ, তখন সে ঐ পাপাচরণকে প্রতিহত করতে এবং তা থেকে সুদূরে থাকতে মনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যাতে সে চিরস্থায়ী আনন্দ ও সুখ লাভ করতে পারে।

৬৬. সূরা হুদ ১১ : ১০৮।

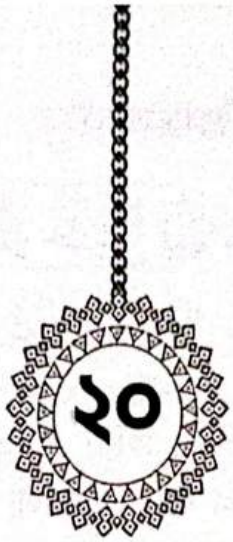

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

"বিংশতিতম হলো: কেউ যেন তার এই বিশ্বাস নিয়ে ধোঁকা না খায় যে, আমি যা উল্লেখ করেছি, কেবল তার জ্ঞানই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট, বরং তার সাথে তার উপর আমল করার চেষ্টা এবং তার জন্য সাধ্য ও শক্তিকে পূর্ণরূপে ব্যয় করার সদিচ্ছাকে যুক্ত করতে হবে। আর এর জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো, অভ্যাসগত আচরণ থেকে বের হওয়া, কারণ তা হলো পরিপূর্ণতা ও সফলতার শত্রু, সুতরাং সেই ব্যক্তি কখনই সফল হতে পারে না, যে ব্যক্তি নিজের অভ্যাসগত আচরণে অটল থাকবে।

পক্ষান্তরে অভ্যাসগত আচরণ থেকে বের হওয়ার জন্য সাহায্য নিতে যথাসম্ভব ফিতনার জায়গা থেকে পলায়ন করতে হবে এবং দূরে থাকতে হবে। নবী বলেছেন,

(... مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنَا عَنْهُ)

"যে ব্যক্তি দাজ্জালের খবর শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে।" বলা বাহুল্য, মন্দ থেকে মুক্তি পেতে মন্দের সম্ভাব্য জায়গা ও তার কারণসমূহ থেকে দূরে থাকার মতো অন্য কিছুর সাহায্য নেওয়া হয়নি। এখানে বলে রাখা ভালো, শয়তানের একটি সূক্ষ্ম চক্রান্ত আছে, যেটা থেকে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি পায় না। আর তা হলো, শয়তান মানুষকে মন্দের সম্ভাব্য জায়গাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভালো কিছু দেখায় এবং তা অর্জনের জন্য তাকে আহ্বান করে অতঃপর সে যখন

ভালোর নিকটে পৌঁছে, তখন তাকে (মন্দের) জালে ফাঁসিয়ে ফেলে! আর আল্লাহই সাহায্যস্থল।

টীকা

الْأَمْرُ الْعِشْرُونَ، وَهُوَ آخِرُ هٰذِهِ الْبَوَاعِثِ الْبَارَكَةِ:
جِهَادُ النَّفْسِ وَالتَّخَلُّصُ مِنْ عَوَائِدِ السُّوءِ

পাপ থেকে বাঁচার বিংশতিতম উপায় : আর এটা হলো বরকতময় উপায়সমূহের সর্বশেষ উপায় : মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং অভ্যাসের মন্দ থেকে মুক্ত হওয়া।

বান্দা যখন গোনাহসমূহের কোনও একটি গোনাহে (বারবার) লিপ্ত হয়, তখন সেটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন তার কর্তব্য, সে যেন তার সবটুকু সাধ্য ও শক্তি ব্যয় করে এই মন্দ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করে, সুতরাং এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে সবচেয়ে উপকারী যে কাজটি করবে, সেটি হলো, এমন কারণসমূহ থেকে মুক্ত থাকা, যা সেই গোনাহের দিকে পৌঁছে দেয়, পাপ যদি কুসঙ্গীদের সঙ্গদোষে ঘটে, তাহলে তাদেরকে বর্জন করা জরুরি যদি সে পাপ কোন আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করার ফলে হয়, তাহলে তা থেকে নিস্তার লাভ করতে হবে। আর যদি সে পাপ বিশেষ কোন স্থানে বারবার ঘটে, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ে, সে স্থান ত্যাগ করতে হবে।

এর দলীল হলো, সেই ব্যক্তির কাহিনী, যে ১০০টি মানুষ খুন করেছিল, অতঃপর সে একজন আলেমের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তার কি কোন তওবা আছে?' তখন তিনি তাকে বলেছিলেন,

(نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللهُ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللهُ مَعَهُمْ ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ)

'হ্যাঁ আছে! তাঁর ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশ চলে যাও, সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত করো, আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেয়ো না। কেননা, ও দেশ পাপের দেশ।'[৬৭]

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন, 'এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তওবাকারীর উচিত, সে যেন সেই সকল অবস্থাকে ত্যাগ করে, যে অবস্থাসমূহে সে পাপ করা কালে থাকতে অভ্যাসী ছিল, আর সে সকল অবস্থা (স্থান) থেকে স্থানান্তরিত হওয়া।[৬৮]

৬৭. বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ৭১৮৪-৭১৮৫।
৬৮. ফাতহুল বারী, শারহুল বুখারী ৬/৫১৭ পৃ.।

পরিশিষ্ট

এ ছিল মূল্যবান 'পাপ থেকে মুক্তির নানা উপায়', যা ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.) উল্লেখ করেছেন, এগুলির ব্যাপারে যত্ন নেওয়া, তার উপর আমল করতে মনের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং যখনই কোন বাতিল (বা পাপ) করার ব্যাপারে মন প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ হবে, তখনই উক্ত উপায়সমূহকে মস্তিষ্কে উপস্থিত করা, যাতে বান্দার জন্য স্বস্তি, নিরাপত্তা ও ইহ-পরকালে উন্নতি লাভ হয়।

এই ক্ষেত্রে---এবং সকল ক্ষেত্রেই তাকীদপ্রাপ্ত হলো, বেশি বেশি দুআ করা এবং মহান আল্লাহর কাছে ভালোরূপে আশ্রয় প্রার্থনা করা। যেহেতু হিদায়াত, তওফীক ও (দ্বীনের উপর) অটল থাকার ব্যাপারগুলিও কেবল মহান আল্লাহর হাতে, আর যাকে দুআ করার তওফীক দেওয়া হয়, তার দুআ কবুল হয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা অহংকারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৬৯]

সুতরাং বান্দা এ কথার বড় মুখাপেক্ষী যে, সে বেশি বেশি দুআ করবে, নিজ প্রভু, প্রতিপালক ও কর্তার নিকট আশ্রয় চাইবে, তিনি যেন তাকে হিদায়াত করেন, তার হৃদয়কে পবিত্র করেন, সত্য ও সুপথের উপর

---

৬৯. সূরা মুমিন ৪০ : ৬০।

অবিচলিত রাখেন এবং বিনাশ ও ধ্বংসের পথ থেকে আশ্রয় দান করেন, আর তওফীক কেবল আল্লাহরই হাতে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ তওবা, দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠা এবং সঠিক পথের উপর দৃঢ়-সংকল্পতা আর তিনি যেন আমাদের জন্য ক্ষমা করেন, যে গোনাহ আমরা আগে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা গোপনে করেছি এবং যে গোনাহর ব্যাপারে আমাদের থেকে তিনি বেশি জানেন, নিশ্চয় তিনিই মহা ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

আমরা তাঁর কাছে আরো প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সেই কথা, কাজ, হিদায়াত ও নিয়তের ব্যাপারে তওফীক দেন, যা তিনি ভালোবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

"পাপ তো করি, কিন্তু বাঁচার উপায় কী?"

আমাদের অনেকের মনের গোপন আর্তনাদ এটি। আমরা জানি কোনটি অন্যায়, কোনটি নিষিদ্ধ, তবুও শয়তানের প্ররোচনা আর নফসের তাড়নায় বারবার পা পিছলে যায়। অনুশোচনার আগুনে পুড়েও আবার সেই একই ভুলের বৃত্তে ঘুরপাক খাই। এই যন্ত্রণাদায়ক বৃত্ত থেকে বের হওয়ার পথ দেখাতেই রচিত হয়েছে কালজয়ী ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর চিন্তাধারা সমৃদ্ধ এই বইটি। নিজের নফস বা আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হতে চাইলে এই বইটি আপনার নিত্যসঙ্গী হওয়া উচিত।

8 940001 419000

اَلْمَكْتَبَةُ الْوَاحِدِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

(নির্ভরযোগ্য তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট)